গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

উপজেলা পরিষদের কমিটির কার্যক্রম পরিচালনার নির্দেশনা
গাইডলাইন

উপজেলা অনুবিভাগ
স্থানীয় সরকার বিভাগ
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
উপজেলা-২ শাখা
www.lgd.gov.bd

শেখ হাসিনার মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি

নম্বর- ৪৬.০০.০০০০.০৪৫.১৮.০১৬.২০১৯-১১৭

তারিখ: ০২ ফাল্গুন ১২২৭ / ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২১

পরিপত্র

বিষয়: **উপজেলা পরিষদের কমিটির কার্যক্রম পরিচালনার নির্দেশনা (গাইডলাইন)।**

উপজেলা পরিষদ আইন-১৯৯৮ (পুনঃপ্রবর্তন আইন, ২০০৯ ও সংশোধিত আইন, ২০১১) এর ধারা ২৯ অনুযায়ী প্রতিটি উপজেলায় ১৭টি করে কমিটি গঠন করার বিধান রয়েছে। আইনে কমিটি গঠন সম্পর্কে নির্দেশনা দেয়া থাকলেও উল্লিখিত কমিটির পূর্ণাঙ্গ কাঠামো, দায়-দায়িত্ব ও কার্যাবলি সুনির্দিষ্টকরণের সুযোগ রয়েছে। এই ধারাবাহিকতায় "কার্যকর ও জবাবদিহিমূলক স্থানীয় সরকার (EALG) প্রকল্প" এর সহায়তায় অংশীজনদের সাথে প্রয়োজনীয় সংলাপ এবং কর্মশালা আয়োজনের মাধ্যমে উপজেলা পরিষদের ১৭টি কমিটি গঠন ও দায়-দায়িত্ব বিষয়ক খসড়া কর্মপরিধি (ToR) প্রণয়ন করা হয়। পরবর্তীতে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি (উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান), স্থানীয় সরকার বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (উপজেলা অধিশাখা), EALG প্রকল্পের জাতীয় প্রকল্প পরিচালক এবং প্রকল্পভুক্ত ৯টি জেলার উপপরিচালক, স্থানীয় সরকারগণের উপস্থিতিতে উক্ত খসড়া কর্মপরিধি উপস্থাপনপূর্বক সংশ্লিষ্ট সকলের মতামত গ্রহণ করা হয়। এরপর EALG প্রকল্পের ২০২১ সালের বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন বিষয়ক কর্মশালায় স্থানীয় সরকার বিভাগের সিনিয়র সচিব এবং ডিডিএলজিসহ অন্যান্য কর্মকর্তাগণের উপস্থিতিতে এ বিষয়ে পর্যালোচনা শেষে **"উপজেলা পরিষদের কমিটির কার্যক্রম পরিচালনার নির্দেশনা (গাইডলাইন)"** চূড়ান্ত করা হয়।

২। সরকার সংশ্লিষ্ট সকলের ব্যবহারের সুবিধার্থে **"উপজেলা পরিষদের কমিটির কার্যক্রম পরিচালনার নির্দেশনা (গাইডলাইন)"** জারি করিল। এই নির্দেশনা (গাইডলাইন) এর কোন কিছু বিদ্যমান আইন বা বিধির সাথে সাংঘর্ষিক হলে আইন বা বিধি প্রাধান্য পাবে।

৩। যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে জারিকৃত এ নির্দেশনা (গাইডলাইন) অবিলম্বে কার্যকর হবে।

১৫/০২/২০২১

(মোহাম্মদ সামছুল হক)
উপসচিব
ফোন: ৯৫৭৭২৩০
e-mail: lgd.upazila2@gmail.com

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১। মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। বিভাগীয় কমিশনার (সকল),.....।
৩। মহাপরিচালক (মইই), স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৪। জাতীয় প্রকল্প পরিচালক, "কার্যকর ও জবাবদিহিমূলক স্থানীয় সরকার (EALG) প্রকল্প" স্থানীয় সরকার বিভাগ, ঢাকা।
৫। পরিচালক, স্থানীয় সরকার (সকল),.....।
৬। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৭। জেলা প্রশাসক (সকল),.....।
৮। উপপরিচালক, স্থানীয় সরকার (সকল),.....।
৯। চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ (সকল),.....।
১০। উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল),.....।
১১। সিনিয়র সচিবের একান্ত সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১২। ভাইস চেয়ারম্যান/মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ (সকল),.....।
১৩। প্রোগ্রামার, স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (পরিপত্রটি ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।

মোঃ তাজুল ইসলাম, এমপি
মাননীয় মন্ত্রী
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শুভেচ্ছা বার্তা

জাতীয় সরকারের পরিকল্পনা ও স্বপ্ন বাস্তবায়নে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান সহযোগী ভূমিকা পালন করে থাকে। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানই জনগণের সবচেয়ে কাছে অবস্থান করে এবং তাদের দৈনন্দিন চাহিদা পূরণে সচেষ্ট থাকে। বাংলাদেশে পাঁচ ধরনের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান বিদ্যমান রয়েছে যার মধ্যে উপজেলা পরিষদ অন্যতম। উপজেলা পরিষদ বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়নের পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট পৌরসভা, ইউনিয়ন পরিষদ এবং বিভিন্ন বিভাগের সাথে সমন্বয়কের ভূমিকাও পালন করে থাকে। উপজেলা পরিষদসহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন হলে তা অধিকতর টেকসই, স্বচ্ছ ও জনবান্ধব করা সম্ভব হয়।

সরকারের প্রশাসনিক ও ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের অংশ হিসাবে ১৯৮২ সালে এক অধ্যাদেশের মাধ্যমে উপজেলা পরিষদ ব্যবস্থার প্রচলন হয়। প্রথম মেয়াদে ১৯৮৫ সালে উপজেলা পরিষদ নির্বাচন হলেও পরবর্তীতে ১৯৯১ সালে এক অধ্যাদেশের মাধ্যমে উপজেলা পরিষদ পদ্ধতি বাতিল করা হয়। ১৯৯৮ সালে উপজেলা পরিষদ আইন প্রণীত হলেও মূলত ২০০৯ সালের নির্বাচনের মাধ্যমে উপজেলা পরিষদে গণতান্ত্রিক ধারা ফিরে আসে। পরবর্তীতে ২০১৪ (৪র্থ) এবং ২০১৯ সালের নির্বাচনের মাধ্যমে বর্তমানে ৫ম উপজেলা পরিষদ চলমান রয়েছে। অন্যান্য স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের তুলনায় উপজেলা পরিষদের ইতিহাস খুব পুরানো নয়। উপজেলা পরিষদ ব্যবস্থা চলমান ও শক্তিশালী করার লক্ষ্যে গণতান্ত্রিক চর্চার কোন বিকল্প নেই।

গণতন্ত্রের মানসকন্যা, জননেত্রী শেখ হাসিনা উপজেলা পরিষদ ব্যবস্থার পুনঃপ্রচলন এবং স্থায়ীত্বদানে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আন্তরিক প্রচেষ্টার ধারাবাহিকতায় সংশ্লিষ্ট সকলের কার্যকর উপজেলা ব্যবস্থা পরিচালনায় আন্তরিক হওয়া প্রয়োজন। গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে পরিষদ পরিচালনা ও জনঅংশগ্রহণের মাধ্যমে পরিকল্পনা প্রণয়নের উদ্দেশ্যে উপজেলা পরিষদ আইন-১৯৯৮ (পুনঃপ্রবর্তন আইন, ২০০৯ ও সংশোধিত আইন, ২০১১) অনুযায়ী প্রতিটি উপজেলায় ১৭টি করে কমিটি গঠন ও প্রতি দুই মাসে অন্তত একবার কমিটির সভা আয়োজন করার বিধান রয়েছে। সংশ্লিষ্ট কমিটির সুনির্দিষ্ট কোন কর্মপরিধি না থাকায় কমিটির নিয়মিত সভা আয়োজন এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণে দুর্বলতা দেখা যায়। এই দুর্বলতা কাটিয়ে ওঠার নিমিত্তে স্থানীয় সরকার বিভাগের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প 'কার্যকর ও জবাবদিহিমূলক স্থানীয় সরকার (ইএএলজি)' প্রকল্পের মাধ্যমে এই নির্দেশনা (গাইডলাইনটি) প্রণয়ন করা হয়েছে।

উল্লিখিত নির্দেশনা (গাইডলাইন) অনুসরণ করে উপজেলা পরিষদ কার্যকরভাবে ১৭টি কমিটির সভা আয়োজন ও তাদের দায়-দায়িত্ব সুচারুরূপে পালন করতে পারবে বলে আমার বিশ্বাস। ১৭টি উপজেলা কমিটি কার্যকর হলে গণতান্ত্রিক ও অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতিতে উপজেলা পরিষদের পরিকল্পনা প্রণয়ন ও পরিচালন ব্যবস্থা সহজতর হবে। উপজেলা পরিষদ শক্তিশালীকরণে কার্যকর কমিটি ব্যবস্থার কোন বিকল্প নেই। উপজেলা পরিষদের ১৭টি কমিটির কর্মপরিধি বিষয়ক নির্দেশনাটি (গাইডলাইন) পুস্তক আকারে প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করায় স্থানীয় সরকার বিভাগ এবং 'কার্যকর ও জবাবদিহিমূলক স্থানীয় সরকার (ইএএলজি)' প্রকল্পকে স্বাগত জানাই।

UNDP, SDC এবং DANIDA এর সহায়তায় বাস্তবায়িত 'কার্যকর ও জবাবদিহিমূলক স্থানীয় সরকার (ইএএলজি)' প্রকল্পকে উপজেলা পরিষদের ১৭টি কমিটির কার্যপরিধি বিষয়ক নির্দেশনা (গাইডলাইন) প্রণয়নে সহায়তা করার জন্য বিশেষ ধন্যবাদ জানাই। একইসাথে যেসকল সরকারি কর্মকর্তা, জনপ্রতিনিধি, স্থানীয় সরকার বিশেষজ্ঞ, পরামর্শক, শিক্ষাবিদ এই কর্মপরিধি বিষয়ক নির্দেশনা (গাইডলাইন) প্রণয়নে সহযোগিতা করেছেন তাদের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।
১০ মার্চ ২০২১ খ্রিঃ

(মোঃ তাজুল ইসলাম, এমপি**)**

মুখবন্ধ

উপজেলা পরিষদ স্থানীয় সরকার কাঠামোর মধ্যবর্তী এবং গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান হিসাবে স্থানীয় জনসাধারণের চাহিদা পূরণে বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নের পাশাপাশি উপজেলা পরিষদ হস্তান্তরিত বিভাগসহ সংশ্লিষ্ঠ প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমের মধ্যে সমন্বয়কের ভূমিকাও পালন করে থাকে। উপজেলা পরিষদে গণতান্ত্রিকভাবে বিভিন্ন সেক্টর ভিত্তিক উন্নয়ন চাহিদা নিরূপন এবং পরামর্শ প্রদানের লক্ষ্যে উপজেলা পরিষদ আইন-১৯৯৮ (পুনঃপ্রবর্তন আইন, ২০০৯ ও সংশোধিত আইন, ২০১১ এবং ২০১৫) অনুযায়ী প্রতিটি উপজেলায় ১৭ টি করে কমিটি গঠন ও প্রতি দুই মাসে কমপক্ষে একবার কমিটির সভা অনুষ্ঠানের বিধান রয়েছে। কিন্তু কমিটি সমূহের সুনির্দিষ্ট কর্মপরিধি প্রণয়ন করা হয় নাই বিধায় স্থানীয় সরকার বিভাগ উল্লিখিত কমিটি সমূহের দায়িত্ব, কার্যাবলী ও কর্মপরিধি নির্ধারণ করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। সে কারণে উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা UNDP, SDC এবং DANIDA এর সহায়তায় EALG প্রকল্পের মাধ্যমে উপজেলা পরিষদের ১৭টি কমিটির গঠন কর্মপরিধি বিষয়ক এই নমুনা নির্দেশিকা (গাইডলাইন) প্রণয়ন করা হয়। EALG প্রকল্প কর্তৃক নিয়োজিত একজন জাতীয় পরামর্শক অংশীজনদের সাথে প্রয়োজনীয় সংলাপ এবং কর্মশালা আয়োজনের মাধ্যমে কমিটি সমূহের গঠন ও কর্মপরিধি বিষয়ক খসড়া নির্দেশিকা (গাইডলাইন) প্রণয়ন করেন। পরবর্তীতে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি (উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান), মাঠ পর্যায়ের উপপরিচালক, স্থানীয় সরকার এবং স্থানীয় সরকার বিভাগের কর্মকর্তাগণের সাথে মতবিনিময়ের মাধ্যমে খসড়া নির্দেশিকা (গাইডলাইন) চুড়ান্ত করা হয়। এই ধারাবাহিকতায় স্থানীয় সরকার বিভাগ ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২১ খ্রিষ্টাব্দ উপজেলা পরিষদের ১৭টি কমিটির গঠন, দায়িত্ব, কার্যাবলি ও কর্মপরিধি অনুমোদন পূর্বক মাঠ পর্যায়ে প্রেরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ১৭টি কমিটির কার্যক্রম পরিচালনা ও নিয়মিত সভা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে উপজেলা পরিষদ ব্যবস্থাকে শক্তিশালীকরণে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করবে বলে আশা করছি।

স্থানীয় সরকার বিষয়ক আইন এবং বিধির সাথে সামঞ্জস্য রেখে সংশ্লিষ্ট উপজেলা পরিষদ প্রয়োজন মনে করলে জনস্বার্থে এই নমুনা নির্দেশিকায় (গাইডলাইন) অন্তর্ভুক্ত কমিটি সমূহের দায়-দায়িত্ব সংযোজন ও বিয়োজন করতে পারবে। উপজেলা পরিষদের সংশ্লিষ্ট কমিটি সমূহের মাধ্যমে জনগণের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পাবে। এর ফলে উপজেলা পরিষদে জনঅংশগ্রহণের মাধ্যমে উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা সহজতর হবে এবং উপজেলা পরিষদকে শক্তিশালী ও কার্যকর করতে সহায়ক হবে।

স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় (পৃষ্ঠা-১৮৪) স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সুশাসন প্রতিষ্ঠা এবং কার্যকর নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। এই নির্দেশিকা (গাইডলাইন) মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ২০৪০ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে উন্নত রাষ্ট্রে উন্নীত করণের স্বপ্ন পূরণ এবং ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নে কিছুটা সহায়ক হবে বলে আমার বিশ্বাস।

উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা UNDP, SDC এবং DANIDA কে এ বিষয়ে আর্থিক সহযোগিতা প্রদানের জন্য ধন্যবাদ জানাই। EALG প্রকল্পের জাতীয় প্রকল্প পরিচালকসহ অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণকে শ্রমসাধ্য মূলাবান এই ডকুমেন্ট প্রণয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনের জন্য ধন্যবাদ জানাই। পরিশেষে, যে সকল জনপ্রতিনিধি, পরামর্শক, সরকারি কর্মকর্তা, শিক্ষাবিদ এবং স্থানীয় সরকার বিশেষজ্ঞগণ গুরুত্বপূর্ণ মতামত প্রদান করে এই নির্দেশিকা (গাইডলাইন) প্রণয়নে সহযোগিতা করেছেন তাদের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

তারিখ: ১৬ ফেব্রুয়ারী ২০২১ খ্রিঃ

হেলালুদ্দীন আহমদ
সিনিয়র সচিব
স্থানীয় সরকার বিভাগ

সূচিপত্র

১.		ভূমিকা	১-২
২.		কমিটি কি	২
৩.		উপজেলা পরিষদের কমিটির প্রয়োজনীয়তা	২
৪.		উপজেলা পরিষদের কমিটি গঠন	৩-৪
৫.		উপজেলা পরিষদের কমিটির গঠন কাঠামো	৪-৫
৬.		কমিটির মেয়াদকাল	৫
৭.		উপজেলা পরিষদের কমিটিসমূহের কার্যাবলী বা কার্যপরিধি (টার্মস অফ রেফারেন্স)	৫
	৭.১.	আইন-শৃঙ্খলা বিষয়ক কমিটি	৬
	৭.২.	যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন বিষয়ক কমিটি	৬
	৭.৩.	কৃষি ও সেচ বিষয়ক কমিটি	৬-৭
	৭.৪.	মাধ্যমিক ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিষয়ক কমিটি	৭
	৭.৫.	প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিষয়ক কমিটি	৮
	৭.৬.	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ বিষয়ক কমিটি	৮
	৭.৭.	যুব ক্রীড়া উন্নয়ন বিষয়ক কমিটি	৯
	৭.৮.	মহিলা ও শিশু উন্নয়ন বিষয়ক কমিটি	৯
	৭.৯.	সমাজ কল্যাণ বিষয়ক কমিটি	১০
	৭.১০.	মুক্তিযোদ্ধা বিষয়ক কমিটি	১০
	৭.১১.	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ বিষয়ক কমিটি	১০-১১
	৭.১২.	পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিষয়ক কমিটি	১১
	৭.১৩.	সংস্কৃতি বিষয়ক কমিটি	১১-১২
	৭.১৪.	পরিবেশ ও বন বিষয়ক কমিটি	১২
	৭.১৫.	বাজার মূল্য পর্যবেক্ষণ, মনিটরিং ও নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক কমিটি	১২
	৭.১৬.	অর্থ, বাজেট, পরিকল্পনা ও স্থানীয় সম্পদ আহরণ বিষয়ক কমিট	১২-১৩
	৭.১৭.	জনস্বাস্থ্য, স্যানিটেশন ও বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ বিষয়ক কমিটি	১৩
৮.		উপজেলা পরিষদের কমিটির সভা	১৩
৯.		উপজেলা পরিষদের স্থায়ী কমিটির সভা পরিচালনার বিভিন্ন ধাপ	১৪
১০.		উপজেলা পরিষদের কমিটির সাধারণ সভার নমুনা নোটিশ	১৫
১১.		উপজেলা পরিষদের কমিটির সাধারণ সভার নমুনা কার্যবিবরণী	১৬-১৭
১২.		কর্ম পরিকল্পনার ছক	১৭
১৩.		উপজেলা পরিষদের কমিটির সুপারিশ উপজেলা পরিষদে উপস্থাপন	১৭
১৪.		কমিটির জবাবদিহিতা	১৭
১৫.		উপসংহার	১৭
		পরিশিষ্ট-১: ১৭টি কমিটির পূর্ণাঙ্গ গঠন কাঠামোর নমুনা	১৮-২১

উপজেলা পরিষদের কমিটির কার্যক্রম পরিচালনার নির্দেশনা (গাইডলাইন)

১. ভূমিকা:

বর্তমান বিশ্বে আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহ যে সমস্যাটির সম্মুখীন হয় তা হলো নির্বাহী বিভাগ ও আইন বিভাগের মধ্যে ক্ষমতার ভারসাম্য রক্ষার উপায় চিহ্নিত করা। বস্তুতপক্ষে, এই দুই বিভাগের ক্ষমতার ভারসাম্য রক্ষা করার কোন একটি নির্দিষ্ট পন্থা নেই। তবে, বর্তমানে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে শক্তিশালীকরণের অত্যধিক পরিচিত উপায় হচ্ছে স্থায়ী কমিটির ব্যবহার বৃদ্ধি। কমিটি ব্যবস্থা তার সদস্যদের অনেক ধরনের কার্যাবলী সম্পাদন করার সুযোগ সৃষ্টি করে দেয় যা কখনই অন্য কোনভাবে করা যায় না। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, কমিটি ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠানের কার্যভার কমিয়ে দেয় এবং অন্যান্য কার্যাবলী পূর্ণভাবে সম্পন্ন করতে সাহায্য করে। তাঁরা প্রতিষ্ঠানকে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে সাহায্য করে এবং প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলীর উপর নজর রাখার হাতিয়ার হিসাবে কাজ করে। এছাড়া কমিটি প্রতিষ্ঠানের সদস্যদের বিভিন্ন ধরনের পুরস্কার ও সুযোগ প্রদান করতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, স্থায়ী কমিটি নীতি বিষয়ক বিভিন্ন ধরনের বিশেষায়িত জ্ঞান বৃদ্ধিতে সাহায্য করতে প্রতিষ্ঠানের সদস্যদের ব্যস্ত রাখে এবং প্রতিষ্ঠানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় তাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে।

যে কোন দেশের সার্বিক উন্নয়নে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ (এলজিআই) গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। যেহেতু উন্নয়নশীল দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ পল্লী অঞ্চলে বাস করে, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহকে এমনভাবে গঠন করতে হয় যাতে সেগুলো জনপ্রতিনিধিদের দ্বারা পরিচালিত হয়। একই সাথে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় জনগণের অংশগ্রহণের ক্ষেত্র তৈরী করা প্রয়োজন। সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় জনগণের অংশগ্রহণ সুশাসন ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পূর্বশর্ত হিসেবে পরিগণনা করা হয়। বর্তমান সময়ে, এটা ধারণা করা হয় যে নীতি প্রণয়ন প্রক্রিয়া থেকে জনগণকে দূরে সরিয়ে রেখে প্রকৃত উন্নয়ন কখনই সম্ভব নয়। বাংলাদেশের সংবিধানের ৫৯ নং ধারায় কেন্দ্রীয় সরকারের নিচে প্রশাসনের চারটি স্তরে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান গঠনের কথা বলা আছে। দুর্ভাগ্যবশত বাংলাদেশের জনগণ স্বাধীনতার পর থেকে স্থানীয় পর্যায়ে বিরতিহীনভাবে কাজ করা একটি মাত্র প্রতিষ্ঠানকে (ইউনিয়ন পরিষদ) পেয়েছে। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের দ্বিতীয় স্তর উপজেলা পরিষদ (ইউজেডপি) ১৮ বছর পর আবার পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে ২০০৯ সালে। জেলা পরিষদ (জেডপি) যদিও বৃটিশ আমলে সৃষ্টি হয়েছে কিন্তু গণতান্ত্রিক ধারার ফিরেছে মাত্র দুই বছর আগে। বিভাগীয় পর্যায়ের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশে কখনই গুরুত্ব পায়নি যদিও পাকিস্তান আমলে মৌলিক গণতন্ত্রের আওতায় বিভাগীয় পর্যায়ে এলজিআই এর অস্তিত্ব ছিল।

আইনের দৃষ্টিভঙ্গিতে উপজেলা পরিষদের উপর ন্যস্ত বিভিন্ন বিভাগের কার্যাবলী পর্যবেক্ষণের জন্য ১৭টি স্থায়ী কমিটি গঠন করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ। সাধারণ জনগণের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এটি প্রত্যাশিত যে, উপজেলা পরিষদ আইন অনুযায়ী সকল কমিটি গঠন করবে এবং প্রত্যেকটি কমিটি স্বাধীনভাবে হস্তান্তরিত বিভাগসমূহের কার্যাবলী পর্যবেক্ষণ করবে। কিন্তু কমিটির কার্যক্রমের বাস্তব অবস্থা মোটেও সন্তোষজনক নয়। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে কমিটিগুলো অকার্যকর। তবে, বেশীরভাগ উপজেলা পরিষদে ইতোমধ্যেই কমিটি গঠিত হয়েছে কিন্তু টামর্স অফ রেফারেন্স (কার্য/কর্মপরিধি) সুস্পষ্ট না হবার কারণে কমিটিগুলো কার্যকরভাবে তাদের দায়িত্ব পালন করতে পারছে না। সুতরাং, উপজেলা পরিষদের কমিটি কার্যক্রমকে বেগবান করার জন্য কমিটির আইনি বিধান, গঠন কাঠামো ও কার্য/কর্মপরিধি সম্বলিত একটি গাইডলাইন থাকা প্রয়োজন। এরই ধারাহিকতায়, ইএএলজি প্রকল্পের সহায়তায় উপজেলা পরিষদের কমিটির উপর এই গাইডলাইনটি প্রস্তুত করা হয়েছে।

উপজেলা পরিষদের কমিটির কাঠামো ও কার্যপরিধি নির্ধারণের সময় উপজেলা পরিষদ আইন, ১৯৯৮ (পুনঃপ্রবর্তন আইন, ২০০৯ ও সংশোধিত আইন, ২০১১), উপজেলা পরিষদ ম্যানুয়াল, ২০১৩, উপজেলা

পরিষদ কার্যক্রম বিধিমালা, ২০১০ ও উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান (দায়িত্ব, কর্তব্য এবং আর্থিক সুবিধা) বিধিমালা, ২০১০ ও এর সংশোধন, ২০১০, উপজেলা পরিষদের হস্তান্তরিত দপ্তরসমূহের কর্মকর্তাগণের কর্ম তালিকা (Charter of Duties), উপজেলা পরিষদের হস্তান্তরিত শিক্ষা মন্ত্রণালয়, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ এবং পরিবেশ মন্ত্রণালয়ের দপ্তরসমূহের কর্মকর্তাদের কর্ম তালিকা (Charter of Duties) পর্যালোচনা করা হয়েছে। এছাড়াও উপজেলা পরিষদের কমিটির উপর পরিচালিত বিভিন্ন গবেষণার ফলাফল, স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার বাস্তবতা এবং অনেক বছর ধরে স্থানীয় সরকারের উপর গবেষণা করার ফলে অর্জিত ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে উপজেলা পরিষদের স্থায়ী কমিটিগুলোর জন্য নিম্নলিখিত কাঠামো ও কর্মপরিধি (**টার্মস অব রেফারেন্স**) প্রস্তাব করা হয়েছে। তবে এখানে উল্লেখ্য যে, এই গাইডলাইনটি শুধুমাত্র একটি প্রস্তাবনা যার আইনানুগ কোন ভিত্তি নেই। স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক অনুমোদিত হলে ইএএলজি প্রকল্প এলাকসহ বাংলাদেশের সকল উপজেলা পরিষদে এই গাইডলাইনটি কমিটির কার্যক্রমকে বেগবান করতে পারে।

২. কমিটি কি:

স্থায়ী কমিটি/কমিটি স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার মধ্যে কিছু ছোট একক অথবা দল নিয়ে গঠিত একটি সংগঠন বা স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহকে এক সঙ্গে বিভিন্ন ধরনের কাজ করতে সাহায্য করে এবং কমিটি কর্তৃক উপস্থাপিত রিপোর্ট এর উপর মূল আলোচনার পূর্বে ফলাফলের উপর বিশদ তথ্যানুসন্ধান ও আলোচনার সুযোগ তৈরী করে। স্থায়ী কমিটি হলো স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের ভেতরে এক ধরনের একক যা জনপ্রতিনিধিদের নীতি বিষয়ক বিভিন্ন বিষয়ে ও বিভিন্ন ধরনের কর্মসূচি পর্যালোচনার সুযোগ সৃষ্টি করে। শাসন প্রক্রিয়ার ধরন, ক্ষমতা, রাজনৈতিক দলের সংগঠন, পর্যাপ্ত সম্পদ এবং অন্যান্য রাজনৈতিক বিষয়ের উপর ভিত্তি করে দেশে কমিটির কার্যাবলীর বিভিন্নতা দেখা যায়। শাসন ব্যবস্থায় সাধারণত দুই ধরনের কমিটির অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়। এগুলো হলো স্থায়ী কমিটি ও বিশেষ কমিটি। স্থায়ী কমিটির কার্যাবলী একটি চলমান প্রক্রিয়া যা অনির্দিষ্ট সময়ের জন্য কাজ করে। এটা সাধারণত সাংগঠনিক ও প্রায়োগিক নিয়মনীতি অথবা কোন প্রকল্পের নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য নিয়ে কাজ করে। বিশেষ কমিটি যা 'এ্যাডহক' বা 'টাস্ক ফোর্স' নামে পরিচিত, কাজ করে কোন নির্দিষ্ট সময়ে সুনির্দিষ্ট কোন লক্ষ্যকে সামনে রেখে।

৩. উপজেলা পরিষদের কমিটির প্রয়োজনীয়তা:

- উপজেলা পরিষদের বিভিন্ন কার্যক্রম পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে কমিটিগুলো পর্যবেক্ষকের ভূমিকা পালন করতে পারে। তাদের এই পর্যবেক্ষণ উপজেলা পরিষদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে ভুল সংশোধনে সাহায্য করতে পারে যা তাদের কার্যকারিতাকে ইতিবাচকভাবে প্রভাবিত করতে পারে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় উপজেলা পরিষদ ও কমিটির সম্পর্ক হবে সহযোগিতার। প্রত্যেকে বিভিন্ন বিষয়ে তথ্য সরবরাহ করে একে অপরকে সাহায্য করতে পারে।

- নীতি বিষয়ক বিভিন্ন ধরনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, কোন প্রকল্পের প্রভাব সম্পর্কে এবং সঠিকভাবে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা সম্পর্কে জনগণকে শিক্ষিত করে গড়ে তুলতে পারে কমিটি। উন্মুক্ত সভা আয়োজনের মাধ্যমে জনগণের মনোভাব বোঝা যায় যা তাদের দায়িত্ব পালনে সাহায্য করে।

- কমিটি দক্ষতা ও যোগ্যতার সাথে দায়িত্ব পালন করলে শাসন ব্যবস্থায় জনগণের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পাবে। আর এটা করা হলে জনগণ উপজেলা পরিষদের শাসন প্রক্রিয়া ও জনগণের অংশগ্রহণ সম্পর্ক শিক্ষা লাভ করবে।

- কমিটি উপজেলা পরিষদের সার্বিক কার্যক্রমের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে যা স্থানীয় পর্যায়ে সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজন।

- সমাজে নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠায় কমিটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। কমিটির সদস্যবৃন্দ তাদের দায়িত্ব পালনের সময় অভিজ্ঞতা অর্জন করবে যা ভবিষ্যৎ নেতৃত্ব তৈরীতে সাহায্য করবে।

৪. উপজেলা পরিষদের কমিটি গঠনঃ

উপজেলা পরিষদ আইন ১৯৯৮ (পুনঃপ্রবর্তন আইন, ২০০৯ ও সংশোধিত আইন, ২০১১) এর ২৯ (১) ধারার বিধান অনুযায়ী, পরিষদ উহার কার্যাবলী সুচারুরূপে সম্পাদন করিবার জন্য পরিষদ গঠিত হইবার পর ভাইস চেয়ারম্যান বা সদস্য বা মহিলা সদস্যগণ সমন্বয়ে নিম্নবর্ণিত বিষয়াদির প্রত্যেকটি সম্পর্কে একটি করিয়া কমিটি গঠন করিবে, যাহার মেয়াদ সর্বোচ্চ দুই বৎসর ছয় মাস হইবে, যথাঃ

ক) আইন-শৃঙ্খলা;

(খ) যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন;

(গ) কৃষি ও সেচ;

(ঘ) মাধ্যমিক ও মাদ্রাসা শিক্ষা;

(ঙ) প্রাথমিক ও গণশিক্ষা;

(চ) স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ;

(ছ) যুব ও ক্রীড়া উন্নয়ন;

(জ) মহিলা ও শিশু উন্নয়ন;

(ঝ) সমাজকল্যাণ;

(ঞ) মুক্তিযোদ্ধা;

(ট) মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ;

(ঠ) পল্লী উন্নয়ন ও সমবায়;

(ড) সংস্কৃতি;

(ঢ) পরিবেশ ও বন;

(ণ) বাজার মূল্য পর্যবেক্ষণ, মনিটরিং ও নিয়ন্ত্রণ;

(ত) অর্থ, বাজেট, পরিকল্পনা ও স্থানীয় সম্পদ আহরণ;

(থ) জনস্বাস্থ্য, স্যানিটেশন ও বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ

[তথ্যসূত্রঃ উপজেলা পরিষদ আইন, ১৯৯৮ (পুনঃপ্রবর্তন আইন, ২০০৯ ও সংশোধিত আইন, ২০১১]।

পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যানের মধ্য হইতে কমিটির সভাপতি নির্বাচিত হইবেন (উপজেলা পরিষদ সংশোধিত আইন, ২০১১ এর ধারা ২৯-উপধারা-২)

সংশ্লিষ্ট বিভাগের উপজেলা অফিসার এই ধারার অধীন গঠিত কমিটির সদস্য-সচিব হইবেন এবং পরিষদে হস্তান্তরিত নয় এমন বিষয় সম্পর্কিত কমিটির সদস্য-সচিব হিসাবে একজন কর্মকর্তাকে উপজেলা পরিষদ নির্ধারণ করিবে (উপজেলা পরিষদ সংশোধিত আইন, ২০১১ এর ধারা ২৯-উপধারা-৩)

কমিটি অন্যূন ৫ (পাঁচ) জন এবং অনূর্ধ্ব ৭ (সাত) জন সদস্য সমন্বয়ে গঠিত হইবে এবং কমিটি, প্রয়োজনবোধে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অভিজ্ঞ কোন ব্যক্তিকে সদস্য হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করিতে পারিবে (উপজেলা পরিষদ সংশোধিত আইন, ২০১১ এর ধারা ২৯-উপধারা-৪)

কমিটির সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত সদস্য (Co-opt) এবং সদস্য-সচিবের কোন ভোটাধিকার থাকিবে না (উপজেলা পরিষদ সংশোধিত আইন, ২০১১ এর ধারা ২৯-উপধারা-৫)

প্রত্যেক কমিটির সভা প্রতি দুই মাসে অন্যূন একবার অনুষ্ঠিত হইবে (উপজেলা পরিষদ সংশোধিত আইন, ২০১১ এর ধারা ২৯-উপধারা-৬)

নিম্নলিখিত কারণে পরিষদ কোন কমিটি ভাঙ্গিয়া দিতে পারিবে, যথাঃ

(ক) উপ-ধারা (৬) অনুযায়ী নিয়মিত সভা অনুষ্ঠানে ব্যর্থ হইলে; এবং

(খ) এই আইন বা তদধীন প্রণীত বিধির বিধান বহির্ভূত কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলে বা কাজ করিলে (উপজেলা পরিষদ সংশোধিত আইন, ২০১১ এর ধারা ২৯-উপধারা-৭)

৫. উপজেলা পরিষদের কমিটির গঠন কাঠামোঃ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের স্থানীয় সরকার বিভাগ উপজেলা পরিষদের কার্যক্রমকে ত্বরান্বিত করার জন্য বিভিন্ন ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। উপজেলা পরিষদ আইন, ১৯৯৮ (পুনঃপ্রবর্তন আইন, ২০০৯ এবং সংশোধিত আইন, ২০১১) এর ২৯ ধারায় উপজেলা পরিষদে ১৭ কমিটির গঠন ও মেয়াদকাল সম্পর্কে বিবৃত রয়েছে। কিন্তু, ১৭টি কমিটির পূর্ণাঙ্গ গঠন কাঠামো সম্পর্কে আইনে সুস্পষ্টভাবে বিবৃত করা হয়নি। পরবর্তীতে, স্থানীয় সরকার বিভাগ উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যান (দায়িত্ব, কর্তব্য ও আর্থিক সুবিধা) বিধিমালা ২০১০ এর মাধ্যমে উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যানদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সুস্পষ্ট করেছে। যেহেতু, উপজেলা পরিষদের আইনে ১৭টি কমিটির সভাপতির দায়িত্ব ২ জন ভাইস চেয়ারম্যানকে[১] প্রদান করা হয়েছে, সেহেতু উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যান (দায়িত্ব, কর্তব্য ও আর্থিক সুবিধা) বিধিমালা, ২০১০ অনুসরণ করে নিম্নবর্ণিতভাবে কমিটির সভাপতির দায়িত্ব বন্টন করা যেতে পারে (টেবিল-১)।[২] একইভাবে, আইনের ২৯ (৩) ধারার বিধান সাপেক্ষে ১৭ টি কমিটির সচিবের দায়িত্ব হস্তান্তরিত বিভাগ ও উপজেলা পর্যায়ে অন্যান্য বিভাগের সরকারি কর্মকর্তাদের মধ্যে নিম্নোক্তভাবে বন্টন করা যেতে পারে টেবিল-১)।[৩] উপজেলা পরিষদ আইন, ১৯৯৮ (পুর্নঃপ্রবর্তন আইন, ২০০৯ এবং সংশোধিত আইন, ২০১১) এর ২৭ (৪ ও ৫) ধারার বিধান অনুসরণ করে পরিশিষ্ট-১ এর কাঠামো অনুযায়ী প্রত্যেকটি কমিটি পূর্ণাঙ্গভাবে গঠন করা যেতে পারে।

টেবিল-১

কমিটির সভাপতি ও সদস্য-সচিবদের দায়িত্ব বন্টনের নমুনা

কমিটির নাম	সভাপতি	সদস্য-সচিব
আইন-শৃঙ্খলা কমিটি	ভাইস চেয়ারম্যান	উপজেলা আনসার ভিডিপি কর্মকর্তা
যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন কমিটি	ভাইস চেয়ারম্যান	উপজেলা ইঞ্জিনিয়ার/ এলজিইডি ইঞ্জিনিয়ার/ইঞ্জিনিয়ার, জনস্বাস্থ্য অধিদপ্তর/পি.আই.ও
কৃষি ও সেচ কমিটি	ভাইস চেয়ারম্যান	উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা
মাধ্যমিক ও মাদ্রাসা শিক্ষা কমিটি	ভাইস চেয়ারম্যান	উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা কমিটি	ভাইস চেয়ারম্যান	উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা

১ পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যানের মধ্য হইতে কমিটির সভাপতি নির্বাচিত হইবেন (উপজেলা পরিষদ সংশোধিত আইন, ২০১১ এর ধারা ২৯-উপধারা-২)।

২ তবে, এই বিধিমালা অনুসরণ করে মুক্তিযোদ্ধা কমিটি, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিষয়ক কমিটি, বাজার মূল্য পর্যবেক্ষণ, মনিটরিং ও নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক কমিটি, ও অর্থ, বাজেট, পরিকল্পনা ও স্থানীয় সম্পদ আহরণ বিষয়ক কমিটির সভাপতির দায়িত্ব বন্টন করা কঠিন কারণ উপজেলার ভাইস-চেয়ারম্যানদের দায়িত্বে এই কমিটির কার্যক্রম সম্পর্কে কিছু বলা নেই। বিধায়, ইউনিয়ন পরিষদের স্থায়ী কমিটির গঠন পর্যালোচনা করে ও স্থানীয় সরকার বিষয়ে সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে এই চারটি কমিটির সভাপতির দায়িত্ব বন্টন করার সুপারিশ করা হয়েছে।

৩ সংশ্লিষ্ট বিভাগের উপজেলা অফিসার এই ধারার অধীন গঠিত কমিটির সদস্য-সচিব হইবেন এবং পরিষদে হস্তান্তরিত নয় এমন বিষয় সম্পর্কিত কমিটির সদস্য-সচিব হিসাবে একজন কর্মকর্তাকে উপজেলা পরিষদ নির্ধারণ করিবে (উপজেলা পরিষদ সংশোধিত আইন, ২০১১ এর ধারা ২৯-উপধারা-৩)।

কমিটির নাম	সভাপতি	সদস্য-সচিব
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কমিটি	ভাইস চেয়ারম্যান (মহিলা)	উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা
যুব ক্রীড়া উন্নয়ন কমিটি	ভাইস চেয়ারম্যান	উপজেলা যুব ও ক্রীড়া উন্নয়ন কর্মকর্তা
মহিলা ও শিশু উন্নয়ন কমিটি	ভাইস চেয়ারম্যান (মহিলা)	উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা
সমাজকল্যাণ কমিটি	ভাইস চেয়ারম্যান (মহিলা)	উপজেলা সমাজ কল্যাণ কর্মকর্তা
মুক্তিযোদ্ধা কমিটি	ভাইস চেয়ারম্যান/ ভাইস চেয়ারম্যান (মহিলা)	উপজেলা সমাজ কল্যাণ কর্মকর্তা
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ কমিটি	ভাইস চেয়ারম্যান (মহিলা)	উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা/ উপজেলা পশু সম্পদ কর্মকর্তা
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় কমিটি	ভাইস চেয়ারম্যান (মহিলা)	উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা
সংস্কৃতি কমিটি	ভাইস চেয়ারম্যান	উপজেলা যুব ও ক্রীড়া উন্নয়ন কর্মকর্তা
পরিবেশ ও বন কমিটি	ভাইস চেয়ারম্যান	উপজেলা বন কর্মকর্তা
বাজার মূল্য পর্যবেক্ষণ, মনিটরিং ও নিয়ন্ত্রণ কমিটি	ভাইস চেয়ারম্যান (মহিলা)	উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক
অর্থ, বাজেট, পরিকল্পনা ও স্থানীয় সম্পদ আহরণ কমিটি	ভাইস চেয়ারম্যান (মহিলা)	উপজেলা হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা/ উপজেলা প্রকৌশলী
জনস্বাস্থ্য, স্যানিটেশন ও বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ কমিটি	ভাইস চেয়ারম্যান (মহিলা)	উপজেলা জনস্বাস্থ্য বিভাগের উপ/ সহকারী প্রকৌশলী

৬. কমিটির মেয়াদকাল:

কমিটি মেয়াদকাল হবে সর্বোচ্চ দুই বৎসর ছয় মাস (আইনের নির্দেশনা আনুযায়ী)। কিন্তু মেয়াদকালের মধ্যে কমিটি পুর্ণগঠনের ক্ষমতা উপজেলা পরিষদের হাতে থাকবে। যদি কোন কারণে কমিটির কোন সদস্য পর পর ৩ বার সভায় অনুপস্থিত থাকেন বা দায়িত্বে অবহেলা করেন তাহলে উপজেলা পরিষদ সেই সদস্যের স্থলে অন্য কাউকে কমিটিতে অর্ন্তভুক্ত করতে পারবে।

৭. উপজেলা পরিষদের কমিটিসমূহের কার্যাবলী বা কার্যপরিধি (টার্মস অব রেফারেন্স):

উপজেলা পরিষদের কমিটির কার্যপরিধি নির্ধারণের সময় উপজেলা পরিষদ আইন, ১৯৯৮ (পুন:প্রবর্তন আইন, ২০০৯ ও সংশোধিত আইন ২০১১), উপজেলা পরিষদ ম্যানুয়াল, ২০১৩, উপজেলা পরিষদ কার্যক্রম বিধিমালা, ২০১০ ও উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান (দায়িত্ব, কর্তব্য এবং আর্থিক সুবিধা) বিধিমালা, ২০১০ ও এর সংশোধন, ২০১০, উপজেলা পরিষদের হস্তান্তরিত দপ্তরসমূহের কর্মকর্তাগণের তালিকা (Charter of Duties), উপজেলা পরিষদের হস্তান্তরিত শিক্ষা মন্ত্রাণলয়, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ এবং পরিবেশ মন্ত্রণালয়ের দপ্তরসমূহের কর্মকর্তাদের কর্মতালিকা (Charter of Duties) পর্যালোচনা করা হয়েছে। এছাড়াও উপজেলা পরিষদের কমিটির উপর পরিচালিত বিভিন্ন গবেষণার ফলাফল, স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার বাস্তবতা এবং অনেক বছর ধরে স্থানীয় সরকারের উপর গবেষণা করার ফলে অর্জিত ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে উপজেলা পরিষদের কমিটিগুলোর জন্য নিম্নলিখিত কার্যাবলী/কর্মপরিধি (টার্মস অব রেফারেন্স) প্রস্তাব/ নির্ধারণ করা হয়েছে।

৭.১. আইন-শৃঙ্খলা বিষয়ক কমিটিরঃ আইন-শৃঙ্খলা বিষয়ক কমিটির কার্যাবলী/ কার্যপরিধি হবে নিম্নরূপ, যথা-

ক) আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নয়নের জন্য উপজেলা পরিষদ সভায় সুপারিশ উপস্থাপন করবে।

খ) আনসার-ভিডিপি অফিসের কার্যক্রম পর্যালোচনা করবে এবং তাদের কার্যক্রমের উন্নয়নের জন্য উপজেলা পরিষদের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট বিভাগে সুপারিশ প্রদান করবে।

গ) জনগণ যেন আইন নিজের হাতে তুলে না নেয় এবং সার্বিকভাবে সমাজে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় উদ্বুদ্ধকরণের জন্য প্রশিক্ষণের আয়োজন করার জন্য কমিটি উপজেলা পরিষদ সভায় সুপারিশ উপস্থাপন করবে।

ঘ) এলাকার চোরাচালান ও মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য উপজেলা পরিষদে সুপারিশ প্রদান করবে।

ঙ) উপজেলা আইন শৃঙ্খলা বিষয়ে কোন পরামর্শ থাকলে কমিটি সে সম্পর্কিত সুপারিশ উপজেলা পরিষদে উপস্থাপন করবে।

চ) যেসকল বিষয় বা ইস্যুতে আইন নিজের হাতে তুলে নেওয়ার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায় সেগুলো চিহ্নিত করবে এবং এমন বিষয়সমূহ যেন উদ্ভুত না হয় সে বিষয়ে উপজেলা পরিষদে সুপারিশ উপস্থাপন করবে এবং প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণে উপজেলা পরিষদকে সহায়তা প্রদান।

৭.২. যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন বিষয়ক কমিটিঃ যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন বিষয়ক কমিটির কার্যাবলী/কার্যপরিধি হবে নিম্নরূপ, যথা

ক) যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো উন্নয়নের লক্ষ্যে পঞ্চবার্ষিক ও বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার খসড়া রূপরেখা প্রণয়নে উপজেলা পরিষদকে সহায়তা প্রদান করবে।

খ) সংশ্লিষ্ট এলাকার রাস্তা-ঘাট, ব্রীজ-কালভার্ট ইত্যাদি নির্মাণ, পুনঃনির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নয়নের জন্য অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পরিকল্পনা প্রণয়নে উপজেলা পরিষদকে পরামর্শ ও সহযোগিতা প্রদান করবে ।

গ) যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো উন্নয়নে জনগণের সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি করার জন্য উপজেলা পরিষদের সুপারিশ প্রদান করবে।

ঘ) উপজেলা সীমানায়/ এলাকায় পরিকল্পিত গৃহ, হাটবাজার উন্নয়ন, গুদামজাতকরণের সুযোগ-সুবিধা ও কমিউনিটি সেন্টার ইত্যাদি নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণে উপজেলা পরিষদকে সহযোগিতা প্রদান করা।

ঙ) বিভিন্ন দপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন ভৌত অবকাঠামো প্রকল্পসমূহের (যেমন সেচের জন্য ড্রেন নির্মাণ, পয়ঃপ্রণালী নিষ্কাশন ও জলাবদ্ধতা কমানো) গুণগত মান বজায় রাখার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যালোচনা করবে এবং কাজের মান খারাপ হলে উপজেলা পরিষদের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের মনোযোগ আকর্ষণ করবে।

চ) জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ এর মাধ্যমে উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ চিহ্নিত করে তা বাস্তবায়নের জন্য উপজেলা পরিষদে সুপারিশ উপস্থাপন করবে।

৭.৩. কৃষি ও সেচ বিষয়ক কমিটিঃ কৃষি ও সেচ বিষয়ক বিষয়ক কমিটির কার্যাবলী/ কার্যপরিধি হবে নিম্নরূপ, যথা-

ক) স্থানীয় পর্যায়ে কৃষি উন্নয়নের লক্ষ্যে স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার আওতায় উন্নয়ন কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়নে উপজেলা পরিষদকে পরামর্শ প্রদান করা।

খ) স্থানীয়ভাবে কর্মরত বেসরকারি সংগঠন ও কৃষি বিভাগ কর্তৃক প্রদত্ত ভতুর্কির উপকরণের (সার, বীজ, ডিজেল) উপকারভোগী কৃষকের তালিকা প্রণয়ন প্রক্রিয়া পর্যালোচনা করা এবং নীতিমালার আলোকে তালিকা প্রণয়নে সহায়তা করা।

গ) কৃষি ও সেচের উন্নয়নে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেবার জন্য উপজেলা পরিষদের মাসিক সভায় সুপারিশ প্রদান করা এবং কৃষি ক্ষেত্রে উন্নত প্রযুক্তির সর্বোচ্চ ব্যবহার ও সম্প্রসারণে সংশ্লিষ্ট দপ্তর ও কৃষকদের অনুপ্রেরণা প্রদান করা।

ঘ) উপজেলা কৃষি অফিস ও উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তার ইউনিয়ন পর্যায়ের কার্যক্রম পর্যালোচনা করা এবং তাদের প্রতি বছরের কার্যক্রমের মূল্যায়ন করে উপজেলা পরিষদকে অবহিত করা।

ঙ) কৃষি সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ ও কর্মশালা আয়োজনের জন্য উপজেলা পরিষদ ও কৃষি অফিসকে উৎসাহ প্রদান করা।

চ) কৃষি ক্ষেত্রে সফল উদ্যোগসমূহের অগ্রগতি পর্যালোচনা করা এবং কৃষকদের উৎসাহ প্রদানের জন্য সফল উদ্যোক্তাদের পুরস্কার প্রদানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য উপজেলা পরিষদে সুপারিশ উপস্থাপন করা।

ছ) সকল উৎপাদিত পণ্যের প্রকৃত মূল্য নিশ্চিত করা ও বাজারের সাথে কৃষকদের সংযোগ স্থাপনের জন্য স্থানীয় ব্যবসায়ী ও উৎপাদকের মধ্যে একটি নেটওয়ার্ক তৈরীর চেষ্টা করা।

৭.৪. মাধ্যমিক ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিষয়ক কমিটিঃ মাধ্যমিক ও মাদ্রাসা শিক্ষা কমিটির কার্যাবলী/কার্যপরিধি হবে নিম্নরূপ, যথা-

ক) উপজেলার শিক্ষার উন্নয়নে দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ করতে উপজেলা পরিষদ ও শিক্ষা দপ্তরকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করা।

খ) উপজেলার মধ্যে অবস্থিত মাধ্যমিক ও মাদ্রাসা শিক্ষার মান নিশ্চিত করার জন্য নিয়মিতভাবে মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও মাদ্রাসা পরিদর্শন ও তত্ত্বাবধান করা এবং কোন স্কুল ও মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষের অবহেলা পরিলক্ষিত হলে সে সম্পর্কে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য উপজেলা পরিষদের মাধ্যমে উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তাকে অবহত করা।

গ) স্কুল ও মাদ্রাসা পরিচালনা কমিটিসমূহের আইনসম্মতভাবে গঠন, কমিটির সদস্যদের প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যাপারে শিক্ষা বিভাগকে উৎসাহ প্রদান, ও শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নে সহায়তার ক্ষেত্রসমূহ চিহ্নিত করা।

ঘ) কৃতি ও মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের জন্য সম্বর্ধনা প্রদান ও শ্রেষ্ঠ অভিভাবকগণকে পুরস্কৃত করার ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য উপজেলা পরিষদের নিকট সুপারিশ প্রদান করা।

ঙ) বিদ্যালয়সমূহের প্রয়োজনীয় সংস্কার, মেরামত, পুনঃনির্মাণ সম্পর্কিত কার্যক্রম সঠিকভাবে হচ্ছে কিনা তা তত্ত্বাবধান করা। প্রয়োজনে এই সমস্ত বিষয় নিয়ে উপজেলা প্রকৌশলীর সঙ্গে আলোচনা করা।

চ) স্কুলে শিক্ষার্থীদের ঝরে পড়ার মূল কারণ শনাক্তকরণে উপজেলা পরিষদকে সহয়তা প্রদান করা।

ছ) শিক্ষা বিষয়ক প্রকল্প গ্রহণ ও অনুমোদনের জন্য উপজেলা পরিষদকে উৎসাহিত করা।

জ) শিক্ষার হার বৃদ্ধির জন্য বিশেষ করে নারী শিক্ষার হার বৃদ্ধির জন্য জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করার জন্য পরিষদের নিকট সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব উপস্থাপন করা।

ঝ) জাতীয় শিক্ষা দিবস, গণশিক্ষা দিবস এবং অন্যান্য জাতীয় দিবসসমূহ পালনের জন্য বিভিন্ন সচেতনতামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করার জন্য উপজেলা পরিষদের নিকট প্রস্তাবনা পেশ করা।

৭.৫. প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিষয়ক কমিটিঃ প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিষয়ক কমিটির কার্যাবলী/ কার্যপরিধি হবে নিম্নরূপ, যথা-

ক) প্রাথমিক শিক্ষার বর্তমান অবস্থা পর্যালোচনা করা, প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নে জনগণের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনে কার্যকর ভূমিকা পালন করা ও অভিভাবকদের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য উপজেলা পরিষদে সুপারিশ উপস্থাপন করা।

খ) এলাকার প্রাথমিক ও গণশিক্ষার মান নিশ্চিত করার জন্য নিয়মিত বিদ্যালয় পরিদর্শন ও তত্ত্বাবধান করা এবং কর্তৃপক্ষের কোন অবহেলা পরিলক্ষিত হলে উপজেলা পরিষদের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা কর্মকর্তাকে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সুপারিশ করা।

গ) সকল প্রাথমিক স্কুলের প্রয়োজনীয় সংস্কার, মেরামত, পুনঃনির্মাণ সম্পর্কিত কার্যক্রম সঠিকভাবে হচ্ছে কিনা তা তত্ত্বাবধান করা। প্রয়োজনে, এই সমস্ত বিষয় নিয়ে উপজেলা প্রকৌশলীর সঙ্গে আলোচনা করা।

ঘ) জাতীয় শিক্ষা দিবস, গণশিক্ষা দিবস এবং অন্যান্য জাতীয় দিবসসমূহ পালনের জন্য বিভিন্ন সচেতনতামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করার জন্য উপজেলা পরিষদে সুপারিশ উপস্থাপন করা।

ঙ) প্রাথমিক স্কুলে শিক্ষার্থীদের ঝরে পড়া রোধ কল্পে কার্যক্রম গ্রহণে পরিষদকে সহায়তা করা।

চ) বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটি এবং স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের সাথে যোগাযোগ রক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার গুণগত মান নিশ্চিতকরণে কাজ করা।

ছ) শিক্ষা বিষয়ক প্রকল্প গ্রহণ ও অনুমোদনের জন্য উপজেলা পরিষদকে সহযোগিতা করা।

জ) স্থানীয় পর্যায়ে ১০০% শিশুর প্রাথমিক স্তরে বিদ্যালয় ভর্তি নিশ্চিতকরণে অভিভাবকদের সচেতন করার জন্য কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে উপজেলা পরিষদকে সহায়তা করা।

ঝ) শিক্ষার হার বৃদ্ধির জন্য বিশেষ করে নারী শিক্ষার হার বৃদ্ধির জন্য জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করার জন্য পরিষদের নিকট সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব উপস্থাপন করা।

৭.৬. স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ বিষয়ক কমিটিরঃ স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ বিষয়ক কমিটির কার্যাবলী/ কার্যপরিধি হবে নিম্নরূপ, যথা-

ক) উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের স্বাস্থ্য সেবার মান পর্যালোচনা করা। এছাড়াও কমিটি তাদের পর্যবেক্ষণে স্বাস্থ্য সংক্রান্ত যদি কোন বিষয়ে অসঙ্গতি খুঁজে পায় অথবা সেবার মান উন্নয়নে কোন পরামর্শ থাকে তবে সেগুলো উপজেলা পরিষদের মাধ্যমে উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তার নিকট সুপারিশ আকারে উপস্থাপন করা।

খ) স্বাস্থ্য সেবা সংক্রান্ত বিভিন্ন কর্মসূচির বিষয়ে জনসচেতনতা তৈরি বিষয়ে প্রয়োজনীয় উদ্যোগসমূহ চিহ্নিত করে সেগুলো বাস্তবায়নের জন্য উপজেলা পরিষদে সুপারিশ আকারে উপস্থাপন করা।

গ) উপজেলা পর্যায়ে সকল স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্রের মেরামত, রক্ষণাবেক্ষণ, নিরাপত্তা, পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা ইত্যাদি কার্যক্রম জোরদারের লক্ষ্যে উপজেলা পরিষদকে সুপারিশ প্রদান করা।

ঘ) মা ও শিশু স্বাস্থ্য এবং দরিদ্র-সুবিধাবঞ্চিত জনসাধারণের স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিতকরণে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণে উপজেলা পরিষদকে সুপারিশ করা।

ঙ) পরিবার পরিকল্পনা, শিশু ও মাতৃ মৃত্যুহার ও জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত কাজের অগ্রগতি পর্যালোচনা করা।

চ) উপজেলা পরিষদের সিদ্ধান্তের আলোকে স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা সংক্রান্ত অন্য যে কোনো বিষয়ে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য উপজেলা পরিষদে সুপারিশ আকারে উপস্থাপন করা।

ছ) উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সসহ উপজলা পর্যায়ে বিদ্যমান স্বাস্থ্য কেন্দ্রসমূহে কোনরূপ নেতিবাচক প্রভাব মোকাবেলায় সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে সহায়তা প্রদান।

৭.৭. যুব ক্রীড়া উন্নয়ন বিষয়ক কমিটিঃ যুব ক্রীড়া উন্নয়ন বিষয়ক কমিটির কার্যাবলী/কার্যপরিধি হবে নিম্নরূপ, যথা-

ক) প্রশিক্ষিত যুবকদের আত্মকর্মসংস্থানমূলক প্রকল্প গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করা এবং প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য উপজেলা পরিষদের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে সুপারিশ প্রদান করা।

খ) উপজেলা পরিষদের উদ্যোগে ইউনিয়ন ও উপজেলা পর্যায়ে স্থানীয় উদ্যোগী ব্যক্তিদের পৃষ্ঠপোষকতায় বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করার জন্য উপজেলা পরিষদে প্রস্তাব উপস্থাপন করা।

গ) সেচ্ছাসেবী যুব সংগঠগুলোর তালিকা তৈরী করা এবং যুব কার্যক্রমের সাথে তাদের সম্পৃক্ততা নিশ্চিত করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য উপজেলা পরিষদে প্রস্তাব উপস্থাপন করা।

ঘ) উপজেলার মধ্যে অবস্থিত বিভিন্ন স্কুল ও মাদ্রাসার জন্য ক্রীড়া সামগ্রী ও বিভিন্ন ধরনের উপকরণ ক্রয় ও বিতরণের জন্য উপজেলা পরিষদকে উদ্বুদ্ধ করা ও সুপারিশ প্রদান করা।

ঙ) আর্থিক অনুদান/সহায়তা প্রদান ও পুরস্কার প্রদানের নিমিত্তে যুব সংগঠন নির্বাচন কার্যক্রম বাছাই প্রক্রিয়া পর্যালোচনা করা এবং নীতিমালার আলোকে সংগঠন নির্বাচনে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে সহায়তা প্রদান।

চ) জাতীয় যুব দিবস ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ সরকারি অনুষ্ঠান অয়োজনের ব্যাপারে উপজেলা পরিষদকে সহায়তা প্রদান করা।

ছ) ক্রীড়ার মানোন্নয়ন ও যুবকদের অবস্থার উপর কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা এবং তা উপজেলা পরিষদে উপস্থাপন করা।

৭.৮. মহিলা ও শিশু উন্নয়ন বিষয়ক কমিটি : মহিলা ও শিশু উন্নয়ন বিষয়ক কমিটির কার্যাবলী/কার্যপরিধি হবে নিম্নরূপ, যথা-

ক) পরিষদ, সরকার ও বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থা কর্তৃক গ্রহণকৃত নারী ও শিশু উন্নয়ন বিষয়ক বিভিন্ন সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও কাঠামোগত উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের অগ্রগতি পর্যালোচনা করা এবং বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষকে সহায়তা প্রদান করা। এছাড়া উপজেলা পরিষদের সাধারণ সভায় এ সংক্রান্ত প্রতিবেদন ও সুপারিশমালা উপস্থাপন করা।

খ) নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য উপজেলা পরিষদকে সুপারিশ করা।

গ) সংশ্লিষ্ট সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যক্রমের স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, ও জনসংশ্লিষ্টতা নিশ্চিতকরণে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করা।

ঘ) ভূমিহীনদের মধ্যে খাস জমি বন্দোবস্ত করার ক্ষেত্রে মহিলাদের অনুকূলে ভূমি বরাদ্দের জন্য উপজেলা পরিষদকে সুপারিশ প্রদান করা।

ঙ) উপজেলার মধ্যে সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বাস্তবায়নযোগ্য বিভিন্ন প্রকল্পে মহিলাদের কর্মসংস্থান সৃষ্টির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য উপজেলা পরিষদকে উপদেশ প্রদান করা।

চ) পরিষদ কর্তৃক গ্রহণকৃত বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের পরিকল্পনা গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ সুবিধাভোগী হিসেবে নারী ও শিশুদের অন্তর্ভুক্তিকরণের বিষয়টি নিশ্চিতকরণে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ ও পরামর্শ প্রদান করা।

ছ) শিশু শ্রম বন্ধ, নারী ও শিশু নির্যাতন বন্ধ, বাল্য বিবাহ রোধ, নারী ও শিশু পাচার প্রতিরোধকল্পে কর্মরত সংশ্লিষ্ট কমিটি, বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যক্রমের সমন্বয়সাধনে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণে উপজেলা পরিষদকে পরামর্শ প্রদান করা।

জ) নারী উন্নয়ন ফোরামের কার্যক্রম সম্পাদনে সহায়তা ও তাদের কার্যক্রম মূল্যায়ন করে পরিষদে সুপারিশ উপস্থাপন করা।

৭.৯. সমাজ কল্যাণ বিষয়ক কমিটিঃ সমাজ কল্যাণ বিষয়ক কমিটির কার্যাবলী/কার্যপরিধি হবে নিম্নরূপ, যথা-

ক) উপজেলা পর্যায়ে কর্মরত উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়ের অধীনে বাস্তবায়িত সকল কর্মকাণ্ডের অগ্রগতি পর্যালোচনা করা।

খ) উপজেলা এলাকায় সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় বয়স্ক, বিধবা, প্রতিবন্ধী, মুক্তিযোদ্ধাদের কল্যাণে সরকার কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন প্রকল্পের বাস্তবায়ন পর্যালোচনা করা।

গ) সমাজসেবা কার্যালয়ের বিভিন্ন কর্মসূচির উপকারভোগী বাছাইয়ের প্রক্রিয়া সঠিক ও স্বচ্ছ করার বিষয়ে সমাজ কল্যাণ বিভাগকে পরামর্শ প্রদান করা।

ঘ) নিবন্ধিত স্থানীয় সেচ্ছাসেবী ও সমাজ কল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানসমূহের উন্নয়নমূলক কাজ পর্যালোচনা করা ও তাদের কাজের গতিশীলতা বৃদ্ধির জন্য স্থানীয় জনগণের সম্পৃক্ততা বৃদ্ধির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য উপজেলা পরিষদকে সুপারিশ করা।

ঙ) উপজেলা পর্যায়ে যে কোন ধরনের সমাজসেবা/সমাজ কল্যাণ সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমকে সফল করা অথবা অকার্যকর/অজনপ্রিয় কর্মসূচি বাতিল/সংরক্ষণ করার বিষয়ে উপজেলা পরিষদের নিকট সুপারিশ প্রদান করা।

চ) সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় উপকারভোগীদের তালিকা প্রণয়ন, নবায়ন ও সংরক্ষণে উপজেলা পরিষদকে সহায়তা প্রদান করা।

৭.১০. মুক্তিযোদ্ধা বিষয়ক কমিটিঃ মুক্তিযোদ্ধা বিষয়ক কমিটির কার্যাবলী/কার্যপরিধি হবে নিম্নরূপ, যথা-

ক) মুক্তিযোদ্ধাদের প্রকৃত তালিকা সংরক্ষণে উপজেলা পরিষদকে পরামর্শ প্রদান করা।

খ) মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকা অনুসারে বৃদ্ধ, দুস্থ, ও পঙ্গু মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য সরকার কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া জোরদার করা।

গ) মুক্তিযোদ্ধাদের ও তাদের পরিবারের উত্তরাধিকারগণের, বিশেষকরে দরিদ্র ও অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে পড়া মুক্তিযোদ্ধাদের, আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে উপজেলা পরিষদসহ অন্যান্য সংগঠনগুলোকে পরামর্শ প্রদান করা। এ বিষয়ে উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা সংসদের সাথে সমন্বয় সাধন করে কাজ করা।

ঘ) মুক্তিযোদ্ধাদের স্মৃতি সংরক্ষণে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণে উপজেলা পরিষদকে সুপারিশ প্রদান করা। এছাড়া, বিভিন্ন জাতীয় দিবসে মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মান প্রদর্শনের জন্য বিভিন্ন অনুষ্ঠান আয়োজনের ব্যাপারে উপজেলা পরিষদকে উৎসাহিত করা।

ঙ) মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকায় বাদ পড়া বীর মুক্তিযোদ্ধাদের নামের তালিকা মূল তালিকায় অন্তর্ভুক্তির জন্য উপজেলা পরিষদের মাধ্যমে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

৭.১১. মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ বিষয়ক কমিটিঃ মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ বিষয়ক কমিটির কার্যাবলী/কার্যপরিধি হবে নিম্নরূপ, যথা-

ক) বিভিন্ন বিভাগের প্রাণি সম্পদ ও মৎস সংক্রান্ত কার্যক্রম, এবং এ বিষয়ে সরকারি বরাদ্দ ও বিভিন্ন স্কীমসমূহের বাস্তবায়ন পর্যালোচনা করা এবং কোন অসংগতি পরিলক্ষিত হলে উপজেলা পরিষদের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট বিভাগের দৃষ্টি আকর্ষণ করা।

খ) উপজেলা পরিষদের নিজেস্ব সম্পদ বৃদ্ধির লক্ষ্যে উপজেলা পর্যায়ে অব্যবহৃত পুকুর, জলাশয়, ও চারণভূমি ব্যবহারযোগ্য করার জন্য উপজেলা পরিষদকে উৎসাহ ও সহযোগিতা প্রদান করা।

গ) মৎস্য ও প্রাণিসম্পদের উন্নয়নের জন্য পরিকল্পনা প্রণয়নে উপজেলা পরিষদকে সহায়তা প্রদান করা।

ঘ) অবহেলিত জনগোষ্ঠির দরিদ্রতা হ্রাস ও আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে উপজেলা পরিষদের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির অর্থায়নে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে হাঁস, মুরগী, পশু বা মৎস্য খামার গড়ে তোলার জন্য জনগণকে উদ্বুদ্ধ করা।

ঙ) মৎস্য চাষী ও প্রাণিসম্পদ পালনকারীদের প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা, প্রশিক্ষণ প্রদান, উদ্বুদ্ধকরণে যাবতীয় দায়িত্ব পালন করা ও কর্মসূচি প্রণয়ন করতে পরিষদকে সহায়তা করা।

চ) উপজেলার মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন, চাষ, সম্প্রসারণের প্রয়াসে উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা ও প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তাগণের সঙ্গে সম্পৃক্ত সকল সরকারি ও বেসরকারি সেবার যাবতীয় কারিগরি প্রশিক্ষণ, উপকরণ সরবরাহ ও ঋণ প্রদান কার্যক্রম পর্যালোচনা করা।

ছ) মৎস্য সংরক্ষণ আইন বাস্তবায়ন ও মৎস্যজীবীদের ব্যাংক ঋণ গ্রহণ সংক্রান্ত সুপারিশমালা উপজেলা পরিষদে উপস্থাপন করা।

৭.১২. পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিষয়ক কমিটিঃ পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিষয়ক কমিটির কার্যাবলী/কার্যপরিধি হবে নিম্নরূপ, যথা-

ক) পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় সংক্রান্ত যাবতীয় জাতীয় কার্যক্রম বাস্তবায়নে উপজেলা পরিষদকে পরামর্শ ও সহায়তা প্রদান করা।

খ) উপজেলার অধীন বিভিন্ন সমবায় সমিতির কার্যক্রম পর্যালোচনা করা।

গ) দুর্বল সমবায় সমিতি ও বিভিন্ন সমবায় সমিতির কার্যক্রমে দরিদ্র ও মহিলাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ প্রদান করা।

ঘ) দরিদ্র ও নিম্ন আয়ের সক্ষম নারী-পুরুষের জন্য আয়বর্ধনমূলক ও আত্ম-কর্মসংস্থানমূলক প্রকল্প প্রণয়নে উপজেলা পরিষদকে উৎসাহিত ও পরামর্শ প্রদান করা।

ঙ) সমবায় সমিতি গঠনে জনসাধারণকে উৎসাহিত করা। সমবায় সমিতির সভায় অংশগ্রহণ করে তাদের সমস্যা জানা ও সমাধানের জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য উপজেলা প্রস্তাবনা উপস্থাপন করা।

চ) বিভিন্ন দক্ষতা উন্নয়ন, প্রশিক্ষণ, সম্প্রসারণ ও আয়বর্ধক কর্মতৎপরতা বাস্তাবায়নে উপজেলা পরিষদকে সহযোগিতা প্রদান করা।

ছ) কুটির শিল্প সম্প্রসারণে আগ্রহী জনগণকে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদানের কার্যক্রম গ্রহণে উপজেলা পরিষদকে দিক নির্দেশনা প্রদান করা।

৭.১৩. সংস্কৃতি বিষয়ক কমিটিঃ সংস্কৃতি বিষয়ক কমিটির কার্যাবলী/ কার্যপরিধি হবে নিম্নরূপ, যথা-

ক) স্থানীয় সংস্কৃতির বিকাশের জন্য বৈশাখী মেলা, পৌষ মেলা, লাঠি খেলা, নৌকা বাইচসহ অন্যান্য উৎসব আয়োজনের জন্য উপজেলা পরিষদকে সুপারিশ প্রদান করা।

খ) সংস্কৃতি বিকাশে উপজেলার মধ্যে অবস্থিত বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড গ্রহণে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য উপজেলা পরিষদকে পরামর্শ প্রদান করা।

গ) অপসংস্কৃতি প্রতিরোধের জন্য মানুষের মধ্যে জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে কাজ করা এবং দেশীয় সংস্কৃতি প্রসারের লক্ষ্যে স্থানীয় শিল্পীগোষ্ঠিকে পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করা।

ঘ) সরকারি ও বেসরকারি সংস্থাসমূহের বিভিন্ন সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও উন্নয়ন কার্যক্রম সংক্রান্ত তথ্য প্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিতকরণে প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা প্রদান করা।

ঙ) জাতীয় দিবসসমূহের উদ্‌যাপনের জন্য গৃহীত সকল কার্যক্রম পর্যালোচনা করা এবং কোন মতামত থাকলে উপজেলা পরিষদের নিকট উপস্থাপন।

চ) তথ্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক দিবসসসূহ উদ্‌যাপনে বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন করা এবং কার্যক্রমসমূহের সুষ্ঠু বাস্তবায়নে উপজেলা পরিষদকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা ও উৎসাহ প্রদান করা।

ছ) উপজেলা শিল্পকলা একাডেমীর সাংস্কৃতিক প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনায় সহায়তা প্রদান, স্থানীয় শিক্ষার্থীদের সহায়তা প্রদান ও শিক্ষার্থীদের সাংস্কৃতিক বিষয়ক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণে উৎসাহ প্রদানের জন্য অভিভাবকদের সচেতন করার লক্ষ্যে পদক্ষেপ গ্রহণ।

৭.১৪. পরিবেশ ও বন বিষয়ক কমিটিঃ পরিবেশ ও বন বিষয়ক কমিটির কার্যাবলী/কার্যপরিধি হবে নিম্নরূপ, যথা-

ক) সামাজিক বনায়ন ও বৃক্ষরোপণ প্রক্রিয়াকে তরান্বিত করা এবং এ সমস্ত কাজে সম্পৃক্ত হবার জন্য জনগণকে উৎসাহিত করা।

খ) বৃক্ষ নিধন রোধকল্পে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য উপজেলা পরিষদে সুপারিশ উপস্থাপন করা।

গ) পরিবেশ সংরক্ষণে বৃক্ষের গুরুত্ব ও বৃক্ষ রোপণের সুফল সম্পর্কে সচেতনতামূলক অনুষ্ঠান আয়োজনে উপজেলা পরিষদকে সহায়তা করা।

ঘ) স্থানীয়ভাবে দুঃস্থ, ভূমিহীন, ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে সামাজিক বনায়নের সুফলভোগী হিসেবে সম্পৃক্ত করার জন্য উপজেলা পরিষদকে সুপারিশ করা।

ঙ) উপজেলার ও ইউনিয়ন পর্যায়ে নার্সারি স্থাপনে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করা এবং আয়বর্ধক কর্মকাণ্ড হিসেবে নার্সারি স্থাপনে পরিষদকে পরামর্শ প্রদান করা।

চ) বিশ্ব ব্যাপী জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবেলায় উপজেলা পরিষদের বাজেটে সামাজিক বনায়ন ও বৃক্ষরোপনকে অর্ন্তভুক্ত করার প্রস্তাবনা উপজেলা পরিষদে উপস্থাপন করা।

৭.১৫. বাজার মূল্য পর্যবেক্ষণ, মনিটরিং ও নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক কমিটিঃ বাজার মূল্য পর্যবেক্ষণ, মনিটরিং ও নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক কিমিটির/কার্যপরিধি কার্যাবলী হবে নিম্নরূপ, যথা-

ক) প্রতি তিন মাসে নিত্য প্রয়োজনীয়সহ সকল প্রকার দ্রব্যের বাজার মূল্য পর্যালোচনা করা এবং উপজেলা পরিষদকে এ মর্মে অবহিত করা।

খ) উপজেলা পরিষদের অধীনে সকল ব্যবসায়ী সংগঠন/সংগঠনসমূহের কর্মকাণ্ড পরিদর্শন ও পর্যালোচনা করা।

গ) উপজেলা পর্যায়ে ব্যবসায়ী ও ভোক্তাদের উপস্থিতিতে দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ বিষয়ে পর্যালোচনা সভা আয়োজন করা।

ঘ) দ্রব্যমূল্য সংক্রান্ত কারসাজিতে জড়িত থাকা ব্যক্তির বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য উপজেলা নির্বাহী অফিসার-এর নজরে আনয়ন।

ঙ) ভোক্তা অধিকার আইন সম্পর্কে সচেতনতা তৈরী করা, মূল্য তালিকা প্রদর্শন, ওজন ও পরিমাপের সঠিকতা বজায় রেখে বাজার পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণের উপর সভা আয়োজনে উপজেলা পরিষদকে পরামর্শ প্রদান করা।

৭.১৬. অর্থ, বাজেট, পরিকল্পনা ও স্থানীয় সম্পদ আহরণ বিষয়ক কমিটিঃ অর্থ, বাজেট, পরিকল্পনা ও স্থানীয় সম্পদ আহরণ বিষয়ক কমিটির কার্যাবলী/কার্যপরিধি হবে নিম্নরূপ, যথা-

ক) উপজেলা পরিষদের আয়ের উৎসসমূহ হতে অর্থ প্রাপ্তির বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য পরিষদকে পরামর্শ প্রদান করা।

খ) উপজেলা পরিষদের বার্ষিক ও দীর্ঘ মেয়াদী/বহুবার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য অন্য সকল কমিটির কাছ থেকে প্রস্তাব সংগ্রহ করা এবং উপজেলা পরিষদের জন্য খসড়া বার্ষিক ও দীর্ঘ মেয়াদী/বহুবার্ষিক পরিকল্পনার প্রণয়ন করা।

গ) স্থানীয় সম্পদ আহরণের সম্ভাব্য খাতসমূহ চিহ্নিত করে সম্পদ আহরণের বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণে উপজেলা পরিষদকে সহায়তা প্রদান করা।

ঘ) বার্ষিক বাজেটে বিবেচনার জন্য অগ্রাধিকার ভিত্তিতে চাহিদা সংগ্রহের জন্য প্রতিটি ইউনিয়ন পরিষদে সভা আয়োজনে উপজেলা পরিষদকে সহায়তা প্রদান করা।

ঙ) উপজেলা পরিষদের বাজেটের উপর সাধারণ আলোচনার জন্য উন্মুক্ত সভা আয়োজনে পরিষদকে সহায়তা প্রদান করা।

৭.১৭. জনস্বাস্থ্য, স্যানিটেশন ও বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ বিষয়ক কমিটিঃ জনস্বাস্থ্য, স্যানিটেশন ও বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ বিষয়ক কমিটির কার্যাবলী/কার্যপরিধি হবে নিম্নরূপ, যথা-

ক) উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে বিশুদ্ধ পনি সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্য পরিকল্পনা প্রণয়ন করা এবং তা অনুমোদনের জন্য পরিষদের নিকট উপস্থাপন করা।

খ) বিশুদ্ধ পানি ব্যবহার ও স্যানিটেশন সংক্রান্ত জনসচেতনতা সৃষ্টির জন্য বিভিন্ন ধরনের অনুষ্ঠান আয়োজনে উপজেলা পরিষদকে সহায়তা প্রদান করা।

গ) জনস্বাস্থ্য, স্যানিটেশন ও বিশুদ্ধ পানি সরবরাহকারী ইউনিটসমূহের বার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নের অগ্রগতি পরিদর্শন ও পর্যালোচনা করা। সেবা প্রদান প্রক্রিয়ায় যদি কোন ধরনের অসঙ্গতি পরিলক্ষিত হয় সেগুলো উপজেলা পরিষদের নিকট উপস্থাপন করা এবং সে সমস্ত অসঙ্গতি দূরীকরণে সুপারিশমালা পেশ করা।

ঘ) প্রকৌশল দপ্তরের মাধ্যমে বিশুদ্ধ পানির সরবরাহের মান পর্যবেক্ষণে উপজেলা পরিষদকে সহায়তা প্রদান করা।

ঙ) জনস্বাস্থ্য ও স্যানিটেশন সংক্রান্ত জাতীয় দিবসসমূহ উদ্‌যাপনে উপজেলা পরিষদকে সহায়তা প্রদান করা।

চ) স্যানিটারী ল্যাট্রিন নির্মাণ, পানি দূষণ প্রতিরোধ, ও ড্রেনেজ ব্যবস্থার উন্নয়নের বিষয়সমূহ বার্ষিক পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্তির জন্য উপজেলা পরিষদকে সহায়তা প্রদান করা।

৮. উপজেলা পরিষদের কমিটির সভাঃ

- প্রত্যেক কমিটির সভা প্রতি দুই মাসে অন্যূন একবার অনুষ্ঠিত হইবে। প্রত্যেক কমিটির সভাপতির সাথে আলোচনাক্রমে সদস্য-সচিব সংশ্লিষ্ট কমিটির সভার তারিখ, সময় ও স্থান নির্ধারণ করিয়া সভার নোটিশ জারি করবেন;
- ভোটাধিকার সম্পন্ন মোট সদস্যের অন্যূন ৩ (তিন) জনের উপস্থিতিতে সভার কোরাম হবে, তবে মুলতবি সভার জন্য কোরামের প্রয়োজন হবে না;
- কমিটির সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রত্যেক সদস্যের একটি করে ভোট থাকবেঃ তবে শর্ত থাকে যে, কো-অপ্ট (অন্তর্ভুক্ত) সদস্য, কমিটির কর্মকর্তা সদস্য এবং সদস্য-সচিব এর কোন ভোটাধিকার থাকবে না;
- সভায় উপস্থিত সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে, তবে ভোটের সমতার ক্ষেত্রে সভাপতি দ্বিতীয় বা নির্ধায়ক ভোট প্রদান করবেন;
- কমিটি কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রয়োজন বিবেচনা করলে, সদস্য নয় এমন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে কমিটির সভায় মতামত প্রদানের জন্য আমন্ত্রণ জানাতে পারবে, তবে তাদের কোন ভোটাধিকার থাকবে না;
- কমিটির কোন সদস্যের ব্যক্তিগত স্বার্থ রয়েছে এমন কোন বিষয় বিবেচনার সময় উক্ত সদস্য সভায় উপস্থিত থাকতে বা আলোচনা ও সিদ্ধান্তে অংশগ্রহণ করতে পারবেন না;
- সভায় উত্থাপিত প্রতিটি প্রস্তাব বা গৃহীত সিদ্ধান্ত এতদুদ্দেশ্যে রক্ষিত কার্যবিবরণী বহিতে লিপিবদ্ধ করতে হবে এবং তা কমিটির সভাপতি কর্তৃক স্বাক্ষরিত হবে এবং কমিটির সিদ্ধান্ত সুপারিশ হিসাবে পরিষদের পরবর্তী সভায় উত্থাপন করতে হবে;
- সভাপতি কোন কারণে সভা আহ্বানে ব্যর্থ হইলে বা সভা আহ্বান না করলে চেয়ারম্যান সভা আহ্বান করবেন এবং কোন সদস্যকে উক্ত সভার সভাপতি মনোনীত করবেন;

৯. উপজেলা পরিষদ কমিটির সভা পরিচালনার বিভিন্ন ধাপঃ

সভা পরিচালনার বিভিন্ন ধাপঃ

- শুভেচ্ছা জ্ঞাপন ও কুশল বিনিময়
- বিগত সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণ
- বিগত সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা
- আলোচ্যসূচি অনুযায়ী আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ
- ধন্যবাদ জ্ঞাপন ও সভার সমাপ্তি ঘোষণা

সভা পরিচালনার পূর্বের কিছু কাজঃ

- সভার আলোচ্যসূচি নির্ধারণ করা
- সভার নোটিশ দেওয়া ও সকল সদস্যদের কাছে তা পৌঁছানো

সভার পরবর্তীতে কিছু কাজঃ

- সভার কার্যবিবরণী প্রস্তুতকরণ
- সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত বা সুপারিশসমূহ উপজেলা পরিষদের পরবর্তী সভায় উপস্থাপন করা।

১০. উপজেলা পরিষদের কমিটির সাধারণ সভার নমুনা নোটিশঃ

[উপজেলা পরিষদের কমিটির সাধারণ সভার নোটিশ (নমুনা)]

..... উপজেলা পরিষদ

জেলা.....।

স্মারক নং-..... তারিখঃ.....

সভার নোটিশ

এতদ্বারা সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য জানানো যাইতেছে যে, ... বিষয়ক কমিটির পরবর্তী সাধারণ সভা নিম্নবর্ণিত আলোচ্যসূচি অনুযায়ী আগামী..... তারিখ সকাল/বিকাল..... ঘটিকায় .....এর সভাপতিত্বে উপজেলা পরিষদ কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হইবে।

আপনাকে উক্ত সভায় উপস্থিত থাকার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা যাইতেছে।

সভার আলোচ্যসূচিঃ

১। বিগত .....তারিখে অনুষ্ঠিতব্য সাধারণ সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণ

২। বিগত .....তারিখে অনুষ্ঠিতব্য সাধারণ সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা

৩। উপজেলা পরিষদের বিগত সভায় আলোচিত কমিটি সংক্রান্ত কোন তথ্য বা সিদ্ধান্ত

৪। .....

৫।.....

৬। বিবিধ।

স্বাক্ষরঃ নামঃ .....

সদস্য সচিব

..... বিষয়ক কমিটি

ফোন.....

মোবাইল.....

ই-মেইল.....

বিতরণ (সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য):

১।.....(চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ)

২।.....(সদস্য-সকল)

৩।.....(আমন্ত্রিত অতিথি, যদি থাকে)

৪। অফিস কপি

১১. উপজেলা পরিষদের কমিটির সাধারণ সভার নমুনা কার্যবিবরণী:

[উপজেলা পরিষদের কমিটির সাধারণ সভার কার্যবিবরণী (নমুনা)]

..... উপজেলা পরিষদ

জেলা..... ।

স্মারক নং-..... তারিখ:.....

..... বিষয়ক কমিটির সাধারণ সভার কার্যবিবরণী।

সভার তারিখ :..... ।

সময় :..... ।

স্থান : ..... ।

উপস্থিত ব্যক্তিগণের তালিকা (পরিশিষ্ট-ক)

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। অতঃপর বিগত সাধারণ সভার/বিশেষ সভার কার্যবিবরণী পর্যালোচনাপূর্বক কোনোরূপ সংশোধনী না থাকায় উহা নিশ্চিত করা হয়।

অথবা

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। অতঃপর বিগত সাধারণ সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিত করা হয়

২। আলোচ্য বিষয়-২: আলোচ্যসূচি অনুযায়ী বিগত সাধারণ সভার সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনাপূর্বক নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়:

ক্রমিক	বিগত সভার সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন অগ্রগতির পর্যায়	পরবর্তী করণীয়
১			
২			
৩			

৩। অন্যান্য আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে নিম্নরূপ আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

ক্রমিক	আলোচ্য বিষয়	আলোচনার সার-সংক্ষেপ	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ/ ব্যক্তি
১				
২				
৩				

৪। অতঃপর আর কোনো আলোচ্য বিষয় না থাকায় সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

স্বাক্ষর (তারিখসহ):

নাম:.....

সভাপতি.....বিষয়ক কমিটি

ফোন.....

মোবাইল.....

ই-মেইল.....

স্মারক নং-..... তারিখ:.....

অনুলিপি (সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য):

১। .....

২। .....

৩। .....

৪। অফিস কপি

স্বাক্ষর:

নাম:.....

সদস্য সচিব

.....বিষয়ক কমিটি

ফোন.....

মোবাইল.....

ই-মেইল.....

পরিশিষ্ট-ক:

১।

২।

৩।

১২. কর্ম পরিকল্পনার ছক:

কমিটির সভায় কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য নিম্নবর্ণিত ছকটি অনুসরণ করা যেতে পারে।

বিষয়/সমস্যা	উদ্যোগ/ পদক্ষেপসমূহ	সহায়তার ধরন	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি/ সংগঠন/প্রতিষ্ঠান	মন্তব্য

১৩. উপজেলা পরিষদের কমিটির সুপারিশ উপজেলা পরিষদে উপস্থাপন:

- পরিষদ সচিব কমিটির প্রতিবেদন, সুপারিশ, সিদ্ধান্ত বা পর্যবেক্ষণ সভার কার্যবিবরণীর কপিসহ, চেয়ারম্যানের সাথে পরামর্শক্রমে উপজেলা পরিষদের সাধারণ সভায় আলোচনার জন্য আলোচ্য সূচিভুক্ত করবেন;
- কমিটির সুপারিশ পরিষদ কর্তৃক বাতিল বা অগ্রাহ্য করবার ক্ষেত্রে পরিষদের কার্যবিবরণীতে বাতিল বা অগ্রাহ্যকরণের বিষয়টি যুক্তি ও কারণ উল্লেখসহ সুস্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ করতে হবে।

১৪. কমিটির জবাবদিহিতা:

- উপজেলা পরিষদের কমিটিগুলো তাদের সকল প্রকার কার্যক্রমের জন্য উপজেলা পরিষদের নিকট দায়বদ্ধ থাকবে। একটি কমিটি ন্যূনপক্ষে প্রতি দুই মাসে একবার কার্যক্রম প্রতিবেদন উপজেলা পরিষদের মাসিক সভায় উপস্থাপন করবে। কমিটির কোন কার্যক্রম অথবা পদক্ষেপ উপজেলা পরিষদ আইন অথবা এ সংক্রান্ত বিধি, প্রবিধান ইত্যাদির প্রদত্ত এখতিয়ার বহির্ভুত হলে উপজেলা পরিষদ কমিটির কার্যক্রম স্থগিত কিংবা কমিটি বাতিল করতে পারবে।

১৫. উপসংহার

এই গাইডলাইনটি উপজেলা পরিষদের কমিটির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলকে কমিটির কার্যক্রম কিভাবে পরিচালিত হবে সে সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা প্রদান করবে। এই গাইডলাইন অনুসরণ করে কমিটির কার্যক্রম পরিচালিত হলে উপজেলার কমিটিগুলো সফলতার সাথে উপজেলা পরিষদের সার্বিক কার্যক্রমকে ইতিবাচকভাবে প্রভাবিত করবে এবং উপজেলা পরিষদের কার্যক্রমের স্বচ্ছতা ও জবাদিহিতা নিশ্চিত হবে।

পরিশিষ্ট-১

১৭টি কমিটির পূর্ণাঙ্গ গঠন কাঠামোর নমুনা

১. আইন-শৃঙ্খলা কমিটির গঠন: আইন-শৃঙ্খলা বিষয়ক কমিটি নিম্নরূপে গঠিত হতে পারে, যথা-

(ক) ভাইস চেয়ারম্যান [উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যান (দায়িত্ব, কর্তব্য ও আর্থিক সুবিধা) বিধিমালা, ২০১০)] — সভাপতি

(খ) উপজেলা পরিষদ সদস্য — সদস্য

(গ) উপজেলা পরিষদ সদস্য — সদস্য

(ঘ) উপজেলা পরিষদ সদস্য — সদস্য

(ঙ) উপজেলা পরিষদের কেন্দ্র স্থলে অবস্থিত কলেজের প্রিন্সিপাল — সদস্য (কো-অপ্ট)

(চ) স্থানীয় ১ (এক) জন বিশিষ্ট ব্যক্তি (পুরুষ বা মহিলা) — সদস্য (কো-অপ্ট)

(ছ) উপজেলা আনসার ভিডিপি অফিসার — সদস্য-সচিব

২. যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন কমিটির গঠন: যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন বিষয়ক কমিটি নিম্নরূপে গঠিত হতে পারে, যথা-

(ক) ভাইস চেয়ারম্যান [উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যান (দায়িত্ব, কর্তব্য ও আর্থিক সুবিধা) বিধিমালা, ২০১০)] — সভাপতি

(খ) উপজেলা পরিষদ সদস্য — সদস্য

(গ) উপজেলা পরিষদ সদস্য — সদস্য

(ঘ) উপজেলা পরিষদ সদস্য — সদস্য

(ঙ) স্থানীয় ১ (এক) জন বিশিষ্ট ব্যক্তি — সদস্য (কো-অপ্ট)

(চ) স্থানীয় ১ (এক) জন পুরুষ সমাজকর্মী (পুরুষ বা মহিলা) — সদস্য (কো-অপ্ট)

(ছ) উপজেলা ইঞ্জিনিয়ার/এলজিইডি ইঞ্জিনিয়ার/ ইঞ্জিনিয়ার, জনস্বাস্থ্য অধিদপ্তর/ পি.আই.ও — সদস্য-সচিব

৩. কৃষি ও সেচ সংক্রান্ত কমিটির গঠন: কৃষি ও সেচ বিষয়ক কমিটি নিম্নরূপে গঠিত হতে পারে, যথা-

(ক) ভাইস চেয়ারম্যান [উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যান (দায়িত্ব, কর্তব্য ও আর্থিক সুবিধা) বিধিমালা, ২০১০)] — সভাপতি

(খ) উপজেলা পরিষদ সদস্য — সদস্য

(গ) উপজেলা পরিষদ সদস্য — সদস্য

(ঘ) উপজেলা পরিষদ সদস্য — সদস্য

(ঙ) স্থানীয় ১ (এক) জন সফল কৃষক — সদস্য (কো-অপ্ট)

(চ) স্থানীয় ১ (এক) জন সংশ্লিষ্ট বিষয়ের অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বা কর্মচারী, বা বেসরকারি সংস্থার প্রতিনিধি — সদস্য (কো-অপ্ট)

(ছ) উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা — সদস্য-সচিব

৪. মাধ্যমিক ও মাদ্রাসা শিক্ষা কমিটির গঠন: মাধ্যমিক ও মাদ্রাসা শিক্ষা কমিটি নিম্নরূপে গঠিত হতে পারে, যথা-

(ক) ভাইস চেয়ারম্যান [উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যান (দায়িত্ব, কর্তব্য ও আর্থিক সুবিধা) বিধিমালা, ২০১০)] — সভাপতি

(খ) উপজেলা পরিষদ সদস্য — সদস্য

(গ) উপজেলা পরিষদ সদস্য — সদস্য

(ঘ) উপজেলা পরিষদ সদস্য — সদস্য

(ঙ) স্থানীয় ১ (এক) জন অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক বা শিক্ষিকা (মাধ্যমিক স্কুল/মাদ্রাসা) — সদস্য (কো-অপ্ট)

(চ) স্থানীয় ১ (এক) জন শিক্ষানুরাগী (পুরুষ বা মহিলা) সদস্য (কো-অপ্ট)
(ছ) উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা সদস্য-সচিব

৫. প্রাথমিক ও গণশিক্ষা কমিটির গঠন: প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিষয়ক কমিটি নিম্নরূপে গঠিত হতে পারে, যথা-
(ক) ভাইস চেয়ারম্যান [উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যান (দায়িত্ব, কর্তব্য ও আর্থিক সুবিধা) বিধিমালা, ২০১০)] সভাপতি
(খ) উপজেলা পরিষদ সদস্য সদস্য
(গ) উপজেলা পরিষদ সদস্য সদস্য
(ঘ) উপজেলা পরিষদ সদস্য সদস্য
(ঙ) স্থানীয় ১ (এক) জন অবসরপ্রাপ্ত প্রথমিক শিক্ষক বা শিক্ষিকা সদস্য (কো-অপ্ট)
(চ) স্থানীয় ১ (এক) জন বিশিষ্ট ব্যক্তি (পুরুষ বা মহিলা) সদস্য (কো-অপ্ট)
(ছ) উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা সদস্য-সচিব

৬. স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কমিটির গঠন: স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ বিষয়ক কমিটি নিম্নরূপে গঠিত হতে পারে, যথা-
(ক) ভাইস চেয়ারম্যান (মহিলা) [উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যান (দায়িত্ব, কর্তব্য ও আর্থিক সুবিধা) বিধিমালা, ২০১০)] সভাপতি
(খ) উপজেলা পরিষদ সদস্য সদস্য
(গ) উপজেলা পরিষদ সদস্য সদস্য
(ঘ) উপজেলা পরিষদ সদস্য সদস্য
(ঙ) স্থানীয় ১ (এক) জন সমাজকর্মী, স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মী, বা বেসরকারি সংস্থার প্রতিনিধি সদস্য (কো-অপ্ট)
(চ) স্থানীয় মাধ্যমিক স্কুলের ১ (এক) জন অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক (মহিলা) সদস্য (কো-অপ্ট)
(ছ) উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা সদস্য-সচিব

৭. যুব ক্রীড়া উন্নয়ন কমিটির গঠন: যুব ক্রীড়া উন্নয়ন বিষয়ক কমিটি নিম্নরূপে গঠিত হতে পারে, যথা-
(ক) ভাইস চেয়ারম্যান [উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যান (দায়িত্ব, কর্তব্য ও আর্থিক সুবিধা) বিধিমালা, ২০১০)] সভাপতি
(খ) উপজেলা পরিষদ সদস্য সদস্য
(গ) উপজেলা পরিষদ সদস্য সদস্য
(ঘ) উপজেলা পরিষদ সদস্য সদস্য
(ঙ) উপজেলার কেন্দ্রে অবস্থিত কলেজে/স্কুলের শরীরচর্চা শিক্ষক সদস্য (কো-অপ্ট)
(চ) স্থানীয় ১ (এক) জন যুবক সদস্য (কো-অপ্ট)
(ছ) উপজেলা যুব ও ক্রীড়া উন্নয়ন কর্মকর্তা সদস্য-সচিব

৮. মহিলা ও শিশু উন্নয়ন কমিটির গঠন: মহিলা ও শিশু উন্নয়ন বিষয়ক কমিটি নিম্নরূপে গঠিত হতে পারে, যথা-
(ক) ভাইস চেয়ারম্যান (মহিলা) [উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যান (দায়িত্ব, কর্তব্য ও আর্থিক সুবিধা) বিধিমালা, ২০১০)] সভাপতি
(খ) উপজেলা পরিষদ সদস্য সদস্য
(গ) উপজেলা পরিষদ সদস্য সদস্য
(ঘ) উপজেলা পরিষদ সদস্য সদস্য
(ঙ) প্রাথমিক বা হাই স্কুলের ১ (এক) অবসরপ্রাপ্ত স্থানীয় শিক্ষক (মহিলা) সদস্য (কো-অপ্ট)
(চ) স্থানীয় ১ (এক) জন মহিলা সমাজকর্মী/বেসরকারি সংস্থার প্রতিনিধি সদস্য (কো-অপ্ট)
(ছ) উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সদস্য-সচিব

৯. সমাজ কল্যাণ কমিটির গঠন: সমাজকল্যাণ বিষয়ক কমিটি নিম্নরূপে গঠিত হতে পারে, যথা-

(ক) ভাইস চেয়ারম্যান (মহিলা) [উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যান (দায়িত্ব, কর্তব্য ও আর্থিক সুবিধা) বিধিমালা, ২০১০)]	সভাপতি
(খ) উপজেলা পরিষদ সদস্য	সদস্য
(গ) উপজেলা পরিষদ সদস্য	সদস্য
(ঘ) উপজেলা পরিষদ সদস্য	সদস্য
(ঙ) স্থানীয় ১ (এক) জন পুরুষ/মহিলা সমাজকর্মী	সদস্য (কো-অপ্ট)
(চ) স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের কর্মী বা বেসরকারি সংস্থার প্রতিনিধি	সদস্য (কো-অপ্ট)
(ছ) উপজেলা সমাজ কল্যাণ কর্মকর্তা	সদস্য-সচিব

১০. মুক্তিযোদ্ধা কমিটির গঠন: মুক্তিযোদ্ধা বিষয়ক কমিটি নিম্নরূপে গঠিত হতে পারে, যথা-

(ক) ভাইস চেয়ারম্যান/ভাইস চেয়ারম্যান (মহিলা)	সভাপতি
(খ) উপজেলা পরিষদ সদস্য	সদস্য
(গ) উপজেলা পরিষদ সদস্য	সদস্য
(ঘ) উপজেলা পরিষদ সদস্য	সদস্য
(ঙ) উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা সংসদের কমান্ডার	সদস্য (কো-অপ্ট)
(ছ) উপজেলা সমাজ কল্যাণ কর্মকর্তা	সদস্য-সচিব

১১. মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ কমিটির গঠন: মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ কমিটি নিম্নরূপে গঠিত হতে পারে, যথা-

(ক) ভাইস চেয়ারম্যান (মহিলা) [উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যান (দায়িত্ব, কর্তব্য ও আর্থিক সুবিধা) বিধিমালা, ২০১০)]	সভাপতি
(খ) উপজেলা পরিষদ সদস্য	সদস্য
(গ) উপজেলা পরিষদ সদস্য	সদস্য
(ঘ) স্থানীয় ১ (এক) জন মৎস্যজীবী	সদস্য (কো-অপ্ট)
(ঙ) স্থানীয় ১ (এক) জন সফল খামারী (গবাদি পশু, হাঁস বা মুরগি) (পুরুষ)	সদস্য (কো-অপ্ট)
(চ) স্থানীয় ১ (এক) জন সফল খামারী (গবাদি পশু, হাঁস বা মুরগি) (মহিলা)	সদস্য (কো-অপ্ট)
(ছ) উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা/উপজেলা পশু সম্পদ কর্মকর্তা	সদস্য-সচিব

১২. পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিষয়ক কমিটির গঠন: পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিষয়ক কমিটি নিম্নরূপে গঠিত হতে পারে, যথা-

(ক) ভাইস চেয়ারম্যান (মহিলা)	সভাপতি
(খ) উপজেলা পরিষদ সদস্য	সদস্য
(গ) উপজেলা পরিষদ সদস্য	সদস্য
(ঘ) উপজেলা পরিষদ সদস্য	সদস্য
(ঙ) স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের কর্মী বা বেসরকারি সংস্থার প্রতিনিধি	সদস্য (কো-অপ্ট)
(চ) স্থানীয় ১ (এক) জন বিশিষ্ট ব্যক্তি (পুরুষ বা মহিলা)	সদস্য (কো-অপ্ট)
(ছ) উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা	সদস্য-সচিব

১৩. সংস্কৃতি বিষয়ক কমিটির গঠন: সংস্কৃতি বিষয়ক কমিটি নিম্নরূপে গঠিত হতে পারে, যথা-

(ক) ভাইস চেয়ারম্যান [উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যান (দায়িত্ব, কর্তব্য ও আর্থিক সুবিধা) বিধিমালা, ২০১০)]	সভাপতি
(খ) উপজেলা পরিষদ সদস্য	সদস্য
(গ) উপজেলা পরিষদ সদস্য	সদস্য
(ঘ) উপজেলা পরিষদ সদস্য	সদস্য

(ঙ) স্থানীয় সাংস্কৃতিক গোষ্ঠির ১ (এক) জন কর্মী — সদস্য (কো-অপ্ট)
(চ) স্থানীয় ১ (এক) জন মহিলা সাংস্কৃতিক কর্মী — সদস্য (কো-অপ্ট)
(ছ) উপজেলা যুব ও ক্রীড়া উন্নয়ন কর্মকর্তা — সদস্য-সচিব

১৪. পরিবেশ ও বন বিষয়ক কমিটির গঠন: পরিবেশ ও বন বিষয়ক কমিটি নিম্নরূপে গঠিত হতে পারে, যথা-
(ক) ভাইস চেয়ারম্যান [উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যান (দায়িত্ব, কর্তব্য ও আর্থিক সুবিধা) বিধিমালা, ২০১০)] — সভাপতি
(খ) উপজেলা পরিষদ সদস্য — সদস্য
(গ) উপজেলা পরিষদ সদস্য — সদস্য
(ঘ) উপজেলা পরিষদ সদস্য — সদস্য
(ঙ) স্থানীয় নার্সারীর ১ (এক) জন প্রতিনিধি — সদস্য (কো-অপ্ট)
(চ) স্থানীয় ১ (এক) জন বেসরকারি সংস্থার প্রতিনিধি — সদস্য (কো-অপ্ট)
(ছ) উপজেলা বন কর্মকর্তা — সদস্য-সচিব

১৫. বাজার মূল্য পর্যবেক্ষণ, মনিটরিং ও নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক কমিটির গঠন: বাজার মূল্য পর্যবেক্ষণ, মনিটরিং ও নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক কমিটি নিম্নরূপে গঠিত হতে পারে, যথা-
(ক) ভাইস চেয়ারম্যান (মহিলা) — সভাপতি
(খ) উপজেলা পরিষদ সদস্য — সদস্য
(গ) উপজেলা পরিষদ সদস্য — সদস্য
(ঘ) উপজেলা পরিষদ সদস্য — সদস্য
(ঙ) স্থানীয় ১ (এক) জন ব্যবসায়ী — সদস্য (কো-অপ্ট)
(চ) স্থানীয় ১ (এক) জন বিশিষ্ট ব্যক্তি (পুরুষ বা মহিলা) — সদস্য (কো-অপ্ট)
(ছ) উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক — সদস্য-সচিব

১৬. অর্থ, বাজেট, পরিকল্পনা ও স্থানীয় সম্পদ আহরণ বিষয়ক কমিটির গঠন: অর্থ, বাজেট, পরিকল্পনা ও স্থানীয় সম্পদ আহরণ বিষয়ক কমিটি নিম্নরূপে গঠিত হতে পারে, যথা-
(ক) ভাইস চেয়ারম্যান (মহিলা) — সভাপতি
(খ) উপজেলা পরিষদ সদস্য — সদস্য
(গ) উপজেলা পরিষদ সদস্য — সদস্য
(ঘ) উপজেলা পরিষদ সদস্য — সদস্য
(ঙ) স্থানীয় ১ (এক) জন স্বনামধন্য ব্যবসায়ী — সদস্য (কো-অপ্ট)
(চ) স্থানীয় কলেজের ফাইন্যান্স ও ব্যাংকিং বিষয়ের ১জন শিক্ষক — সদস্য (কো-অপ্ট)
(ছ) উপজেলা হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা/ উপজেলা প্রকৌশলী — সদস্য-সচিব

১৭. জনস্বাস্থ্য, স্যানিটেশন ও বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ বিষয়ক কমিটির গঠন: জনস্বাস্থ্য, স্যানিটেশন ও বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ বিষয়ক কমিটি নিম্নরূপে গঠিত হতে পারে, যথা-
(ক) ভাইস চেয়ারম্যান (মহিলা) [উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যান (দায়িত্ব, কর্তব্য ও আর্থিক সুবিধা) বিধিমালা, ২০১০)] — সভাপতি
(খ) উপজেলা পরিষদ সদস্য — সদস্য
(গ) উপজেলা পরিষদ সদস্য — সদস্য
(ঘ) উপজেলা পরিষদ সদস্য — সদস্য
(ঙ) স্থানীয় ১ (এক) জন অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক বা শিক্ষিকা — সদস্য (কো-অপ্ট)
(চ) স্থানীয় ১ (এক) জন সমাজকর্মী, স্বাস্থ্যকর্মী বা বেসরকারি সংস্থার প্রতিনিধি — সদস্য (কো-অপ্ট)
(ছ) উপজেলা জনস্বাস্থ্য বিভাগের উপ/সহকারী প্রকৌশলী — সদস্য-সচিব